

PHYSICS HAND NOTE PDF

by



**FOR MORE PDF, SUBSCRIBE
OUR YOUTUBE CHANNEL
(EDUCATION LIVE BD)**

গতিবিদ্যা

Dynamics

গড়বেগ, $\bar{v} = \frac{s}{t}$

$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$v = v_0 + a t$

$v^2 = v_0^2 + 2 a s$

সর্বমোট বেগ, $v = \frac{v_0 + v}{2}$

t জন্ম থেকে আত্মকাল হ্রস্ব,

$S_t = v_0 + \frac{1}{2} a (2t-1)$

জাটমিতিক বেগ, $v = \frac{ds}{dt}$

জাটমিতিক ত্বরণ, $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$

পড়ন্ত বস্তু (মুক্ত), [মুখ্যত, $v_0 = 0$]

$v = g t$

$h = \frac{1}{2} g t^2$

$v^2 = 2gh$

t জন্ম থেকে আত্মকাল হ্রস্ব,

$h_t = \frac{1}{2} g (2t-1)$

শূন্য উচ্চতায় দিকে নিম্নতম

$v = v_0 - g t$

$h = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$

$v^2 = v_0^2 - 2gh$

$h_t = v_0 - \frac{1}{2} g (2t-1)$

সর্বমোট উচ্চতা,

$H = \frac{v_0^2}{2g}$

সর্বমোট উচ্চতায় উঠে সময় / উল্টায় সময় / পতনকাল,

$t = \frac{v_0}{g}$

বিচরনকাল, $T = \frac{2v_0}{g}$

যেকোন উচ্চতায় উঠে সময়,

$t = \frac{v_0}{g} \pm \frac{\sqrt{v_0^2 - 2gh}}{g}$

* কোন বস্তু সমাপ্ত হলে t_1

সময়ে S_{1h} হ্রস্ব আত্মকাল

করে v_{1h} বেগ প্রাপ্ত হয়।

t_2 সময়ে S_{2h} হ্রস্ব আত্মকাল

করে v_{2h} বেগ প্রাপ্ত হয়। ত্বরণ,

$a = \frac{S_{1h} - S_{2h}}{t_1 - t_2}$

কোন নির্দিষ্ট উচ্চতায় বস্তু বেগ,

$v = \sqrt{v_0^2 - 2gh}$

ধ্রুৱণক/প্রায় মুকুত

$$t = \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}$$

↪ সর্বাধিক উচ্চতায়
উঠলে সময়

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$

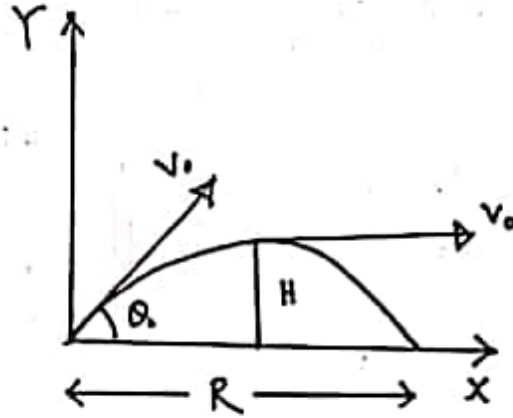
↪ সর্বাধিক
উচ্চতা

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g}$$

↪ মোট বিচরণকাল

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

↪ অনুদ্রমিক
পান্না



বেগের উৎস্র উৎপাদন,

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt$$

আনুদ্রমিক উৎপাদন,

$$v_x = v_0 \cos \theta_0$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

EDUCATION LIVE

স্বপ্ন পূরণে পথদর্শক

$$R_{max} = \frac{v_0^2}{g} \quad [\theta_0 = 45^\circ]$$

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL

EDUCATION LIVE BD

উৎস্র সরণ, $y = \tan \theta_0 \cdot x - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta_0)^2} x^2$

পান্না যখন সর্বাধিক তখন, $H = \frac{R_{max}}{4}$

নিষ্কোণ কৌণ বের করার জন্য, $\tan \theta_0 = \frac{4H}{R}$

t সময়ে দ্রুতির সমান্তরালে প্রাসের সরণ,

$$x = t \cdot v_0 \cos \theta_0$$

$$\Rightarrow x = v_x t$$

আনুপ্রস্থিকভাবে নিক্ষেপিত প্রায়ের সমীকরণ:

$$V_x = V \cos \theta_0$$

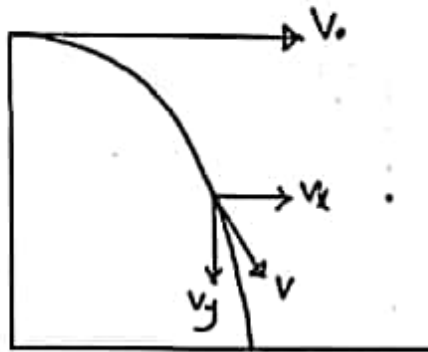
$$V_y = V \sin \theta_0$$

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

$$x = v_0 t$$

$$y = \frac{1}{2} g t^2$$

$$x^2 = \frac{2v_0^2}{g} y$$



ঘূর্ণন/কৌণিক গতি সমীকরণ:

Circular or Angular Motion

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi N}{T} \rightarrow \text{সম্পূর্ণ সঞ্চয়}$$

কৌণিক
বেগ

সম্পূর্ণকাল

EDUCATION LIVE

শ্রদ্ধা পূর্ণাঙ্গ পথপ্রদর্শক

ঘূর্ণন ক্রমাঙ্ক,

$$f = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{1}{T}$$

স্থিতি ও কৌণিক বেগের সম্পর্ক

$$v = \omega r$$

কৌণিক ত্বরণ, $\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t}$, $a_L = \alpha r$

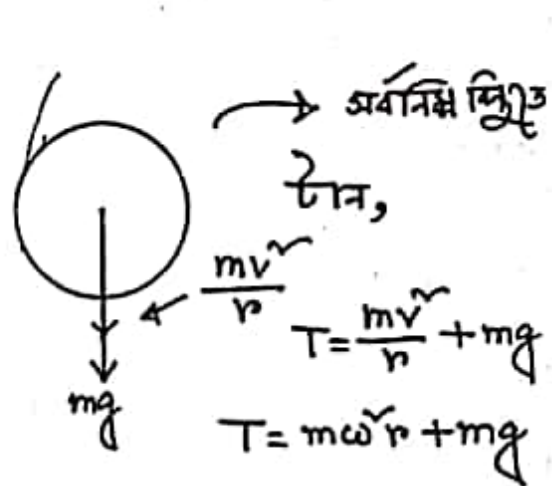
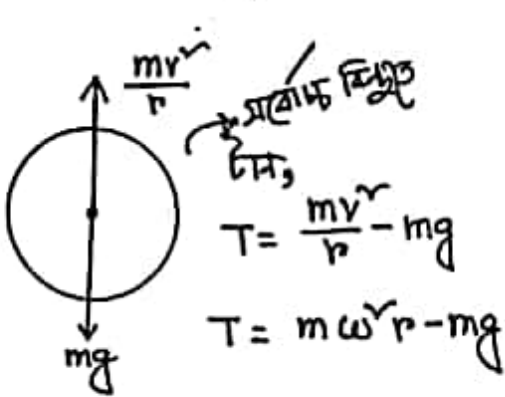
স্থিতি ত্বরণ

কেন্দ্রস্থি ত্বরণ, $a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{\omega^2 r^2}{r} = \omega^2 r = \frac{4\pi^2 r}{T^2} = 4\pi^2 f^2 r$

বর্ধিত ত্বরণ, $a = \sqrt{a_T^2 + a_c^2}$

কেন্দ্রস্থি বল, $F_c = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$

m ভরের কোন বস্তুকে রম্বিত বর্ষে যদি ঠিকই তল ঘুরানো যায় তবে,



Shortcut Technique-

গতির জন্য, $\frac{v}{u} = \sqrt{\frac{u \times r}{r}}$ প্রথমে যতদূর প্রবেশ করে

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL
 EDUCATION LIVE BD

$\frac{1}{n}$ গুন কো সরাসরি, $x = \frac{S(n-1)}{2n-1}$

আর যতদূর প্রবেশ
 করবে

জড় কাঠামো (Inertial Frame): যে প্রসঙ্গ কাঠামো নিউটনের প্রথম সূত্র

বা জড়তার সূত্র কার্যকর থাকে তাকে জড় কাঠামো বলা

মطلق গতি (Absolute Motion): অক্ষর স্থির কাঠামোর সাপেক্ষে

স্থির বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনকে মطلق গতি বলা

আপেক্ষিক গতি (Relative Motion): কোন জড় কাঠামোর সাপেক্ষে

যখন কোন বস্তু অক্ষরের সাথে স্থান পরিবর্তন করে তখন বস্তুর

গতিকে আপেক্ষিক গতি বলা

প্রসঙ্গ কাঠামো (Reference Frame): যে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার সাহায্যে

বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা যায় তাকে প্রসঙ্গ কাঠামো বলা

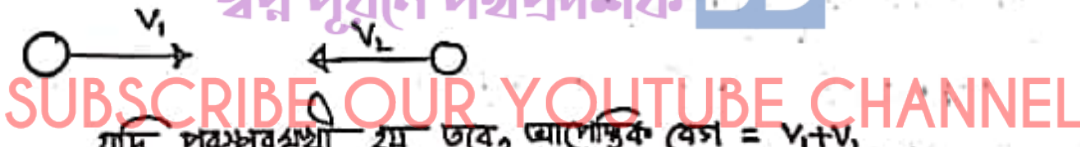
তৎক্ষণিক বেগ (Instantaneous Velocity): অক্ষরের ব্যবধীন স্থানের

কাছাকাছি স্থান বস্তুর সরাসরি হারকে তৎক্ষণিক বেগ বলা

আপেক্ষিক বেগ (Relative Velocity): দুটি গতিমান বস্তুর একটির সাপেক্ষে

অন্যটির অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে আপেক্ষিক বেগ বলা

স্বপ্ন পূরণ পথদর্শক



আপেক্ষিক বেগ = $v_1 - v_2$

গ্যালিলিও প্রতিষ্ঠিত পড়ন্ত বস্তুর সূত্র:

প্রথম সূত্র: স্থিরবস্তুর হতে বর্ণনাকালে পড়ন্ত সময়ে সব কিছু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করে।

দ্বিতীয় সূত্র: স্থিরবস্তুর হতে বর্ণনাকালে পড়ন্ত বস্তুর প্রত্যেক পতনের সময়ের সমানুপাতিক।

$v \propto t$
 $\therefore \frac{v_1}{t_1} = \frac{v_2}{t_2}$

৩য় সূত্র: স্থিরাক্ষা হতে বক্রগতির মত বৃত্তের আতিক্রম দূরত্ব সময়ের বর্গের সমানুপাতিক।

$$h \propto t^2$$

$$\frac{h_1}{t_1^2} = \frac{h_2}{t_2^2}$$

সমবৃত্তীয় গতি / সুষম বৃত্তীয় গতি: বৃত্তাকার পথে সমবেগে গতিমান বৃত্তে যখন সমান সময়ে সমান কৌণিক অতিক্রম করে তখন সেই গতিকে সুষম বৃত্তাকার গতি বলা হয়।

↓
Uniform Circular Motion

কৌণিক বেগ (Angular Velocity): বৃত্তাকার পথে আবর্তিত একটি বৃত্তে একক সময়ে বৃত্তপথের কেন্দ্রে যে কোণ অতিক্রম করে তাকে গড় কৌণিক বেগ বলা হয়।

ভাঙ্গনিক কৌণিক বেগ (Instantaneous Angular Velocity):

বৃত্তাকার পথে আবর্তিত একটি বৃত্তে কোনো মুহূর্তে বৃত্তপথের কেন্দ্রে যে কোণ অতিক্রম করে তাকে ভাঙ্গনিক কৌণিক বেগ বলা হয়।

$$\omega_i = \frac{d\theta}{dt}$$

কেন্দ্রমুখী ত্বরণ (Centripetal Acceleration): বৃত্তাকার পথে গতিমান বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে যে ত্বরণ ক্রিয়া করে তাকে কেন্দ্রমুখী ত্বরণ বলা হয়।

নিউটনীয় বলবিদ্যা
Newtonian Mechanics

চরিত্র, $p = mv$; বল, $F = ma = m \left(\frac{v-v_0}{t} \right)$
(Momentum)

বলের ঘাত, $J = Ft$
(Impulse of a Force) $= m \times \frac{v-v_0}{t} \times t$
 $= m(v-v_0)$

↓
বলের ঘাত = ভরবেগের পরিবর্তন

ঘাতবল (Impulsive Force):

খুব কম সময়ে প্রচুর বল ক্রিয়া করলে তাকে ঘাতবল বলে।

বলের ঘাত (Impulse of a Force):

এক ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফলকে বলের ঘাত বলে।

রকেটের গতি (Motion of a Rocket):

রকেটের উৎস্রুতী বেগ, v_0

$$F_p = v_0 \frac{dm}{dt}$$

উৎস্রুতকালে রকেটের উপর প্রযুক্ত বল

বল, $F = m \frac{dv}{dt}$
 $= v_0 \frac{dm}{dt} = m_0 g$

জ্বালানী মেচ খাবার গুরুত্ব সঞ্চে নিক্ষেপ করা,

$$F = v_0 \frac{dm}{dt} - m'g \quad ; \quad m' = \text{রকেটের মোট ভর} - \text{জ্বালানীর ভর}$$

জ্বালানী মেচ খাবার গুরুত্ব রকেটের বেগ,

$$v = v_0 + v_0 \ln \frac{m_0}{m} - gt$$

রকেটের উপর প্রযুক্ত ত্বরণ,

$$a_p = \frac{v_0}{m} \cdot \frac{dm}{dt}$$

রকেটের উপর প্রযুক্ত নিক্ষেপ ত্বরণ,

$$a = \frac{v_0}{m} \cdot \frac{dm}{dt} - g$$

v_0 = রকেটের আদিবেগ

v_0 = নির্গত গ্যাসের নিম্নমুখী বেগ

t = অক্ষয়ন জ্বালানী মেচ যত

m_0 = জ্বালানী মেচ যোগে রকেটের ভর

m = জ্বালানী মেচ যোগের পর ভর

$\frac{dm}{dt}$ = জ্বালানী হারের হার

বস্তু ও গুলির প্রতিক্রিয়া :-

$$mv = -MV$$

- v = গুলির বেগ
- V = বস্তুকের পিছায়ের বেগ
- m = বস্তুকের ভর
- M = গুলির ভর

লোকা থেকে লাফ দেয়া :-

$$mv = -MV$$

- v = মানুষের বেগ
- V = লোকের বেগ
- m = মানুষের ভর
- M = লোকের ভর

বলের ভারসাম্য বা সাম্যাবস্থা

Equilibrium of Forces



অন্য পূরণে পথদর্শক প্রস:



$$\vec{P} + \vec{Q} + \vec{R} = 0$$

সামির সূত্র :-

$$\frac{P}{\sin \angle ACB} = \frac{Q}{\sin \angle CAB} = \frac{R}{\sin \angle ABC}$$

$$P \propto \sin \angle ACB$$

$$Q \propto \sin \angle CAB$$

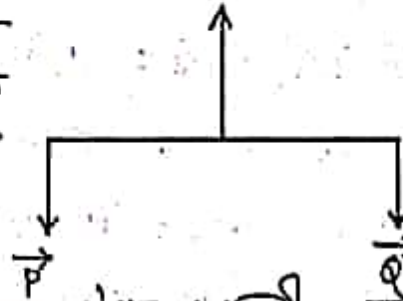
$$R \propto \sin \angle ABC$$

ত্রিভুজী সন্ধান বস্তুর ভারসাম্য :

নিচের শর্তগুলি পূরণ করলে ত্রিভুজী সন্ধান বস্তুর ভারসাম্য প্রমাণ করা যায় :-

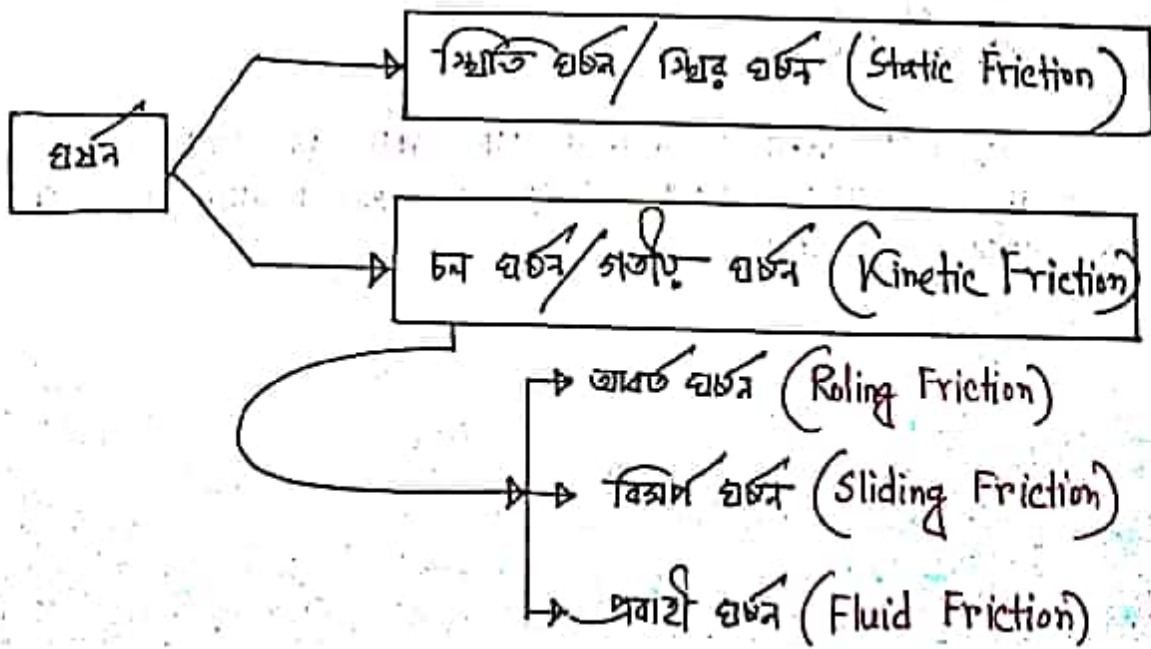
- i) বস্তু ত্রিভুজী একটি সমতলে স্থির করা হবে।
- ii) বস্তু ত্রিভুজী পরস্পর সন্ধান বস্তুর হতে হবে।
- iii) যে কোন বস্তু উপর দুটি বস্তুর নিন্দিত বিপরীতমুখী হতে হবে।

$$R = - (P + Q)$$



ঘর্ষন (Friction): একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুতে উপর গতিশীল হলে বা গতিশীল হতে চাইলে তাদের সন্ধান তলে গতিশীল হওয়ার একটি বস্তু উপর হতে যা গতিশীল হতে চাইলে তাই ঘর্ষন বা ঘর্ষন বস্তু বস্তু

- ঘর্ষন বস্তুর নির্ভরতা
- সন্ধান তল দুটির সন্ধান
 - সন্ধান তল দুটির সন্ধান
 - সন্ধান তল দুটির সন্ধান
 - সন্ধান তল দুটির সন্ধান



স্থিতি ঘর্ষণ (Static Friction): পদার্থের স্পর্শ বা সংস্পর্শ থেকে একটি বস্তু যতক্ষণ অপরিষ্কৃত উপর স্থির থাকে, ততক্ষণ তাদের সন্নিহিতভাবে যে ঘর্ষণ ক্রিয়া করে তাকে স্থিতি ঘর্ষণ বা স্থির ঘর্ষণ বলে।

স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক: পদার্থের সংস্পর্শ অবস্থিত দুটি বস্তুর সীমিত ঘর্ষণ এবং আন্তর্নিক প্রতিক্রিয়ার অনুপাতকে স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বলে।

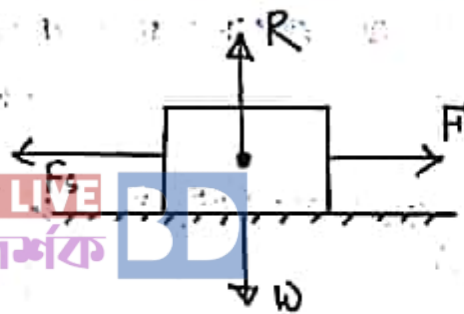
সীমিত ঘর্ষণ: পদার্থের সংস্পর্শ অবস্থিত দুটি বস্তুর একটিই অপরিষ্কৃত উপর গতিমান হওয়ার আগের মুহূর্তে তার গতিরোধমূলক যে বলের সৃষ্টি হয় তাকে সীমিত ঘর্ষণ বলে।

$$\mu_s = \frac{F_s}{R}$$

স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক

$$F_s = \mu_s R$$

সীমিত স্থিতি ঘর্ষণ বল



ঘর্ষণ কোণ, $\theta_f = \tan^{-1} \mu_s$
 $= \tan^{-1} (F_s/R)$

চল ঘর্ষণ / গতিয় ঘর্ষণ

Kinetic Friction

পদার্থের স্পর্শ বা সংস্পর্শ থেকে একটি বস্তু অপরিষ্কৃত উপর দিয়ে চলাচল করার সময় যে ঘর্ষণ সৃষ্টি হয় তাকে গতিয় ঘর্ষণ বলে।

লম্ব ঘর্ষণ/গর্জীয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক: গর্জীয় ঘর্ষণ বা লম্ব ঘর্ষণ μ ও অতিমাত্র

প্রতিক্রিয়ায় অনুপাতকে গর্জীয় ঘর্ষণ বা লম্ব ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বলে।
 \rightarrow গর্জীয় ঘর্ষণ বা লম্ব ঘর্ষণ বন

$$\mu_k = \frac{F_k}{R} \rightarrow \text{অতিমাত্র প্রতিক্রিয়া}$$

$$\theta_k = \tan^{-1}(\mu_k) = \tan^{-1}\left(\frac{F_k}{R}\right)$$

\downarrow
 গর্জীয় ঘর্ষণ
 কোণ

বস্তু চূড়ন ও ঘর্ষণ গুণাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক:

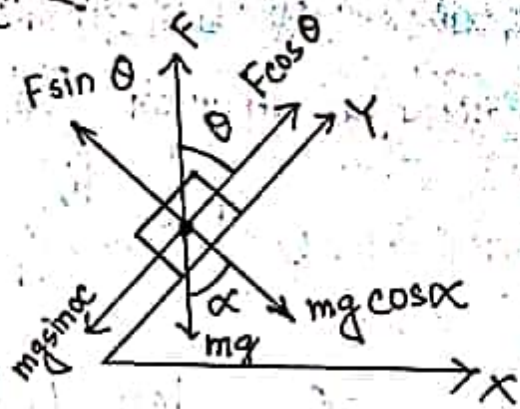
$$a = \frac{F - \mu_k R}{m} \rightarrow \text{গতিমূলক বস্তু}$$

\downarrow
 গতিমূলক বস্তু
 চূড়ন
 শুরু বন

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL
 EDUCATION LIVE BD

যদি বস্তুটি উপরে দিকে চলায় প্রস্তুত হয়:-

$$F = \frac{mg (\sin \alpha + \mu_s \cos \alpha)}{\mu_s \sin \theta + \cos \theta}$$



যদি বস্তুটি নিচে দিকে চলায় প্রস্তুত হয়:-

$$F = \frac{mg (\sin \alpha - \mu_s \cos \alpha)}{-\mu_s \sin \theta + \cos \theta}$$

$\theta = 0^\circ$ হলে,

$$F = mg (\mu_s \cos \alpha - \sin \alpha)$$

যদি $\alpha = 0^\circ$ হলে,

$$F = \frac{mg \mu_s}{\mu_s \sin \theta + \cos \theta}$$

EDUCATION LIVE

শ্রদ্ধা পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা



নিম্নের ক্ষেত্রে:

$$F = m (g + a)$$

উপরে চলায় হলে

→ উন্নয়ন

$$F = m (g - a)$$

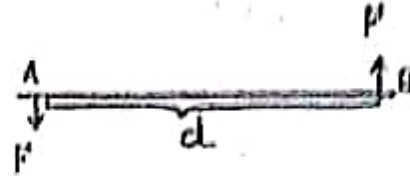
→ নিচে নামার ক্ষেত্রে

→ নিম্নমুখী হ্রাস

কেন্দ্রমুখী বল , $F_c = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$

দুন্দ / কামন (Couple):

দুন্দ দুইটি বিপরীত দিকের সমান মানের বলের দ্বারা সৃষ্টি হয়। এগুলি একই সরলরেখায় থাকে না।



$$\text{দুন্দের মোমেন্ট} = F \times d$$

- * দুন্দ প্রয়োগে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকের ঘূর্ণন ঘটে।
- * দুন্দ প্রয়োগে ঘড়ির কাঁটার দিকের ঘূর্ণন ঘটে।

→ N.B

টর্ক / বলের মোমেন্ট (Torque or Moment of a force)

"কোন নির্দিষ্ট বিন্দু বা সরলরেখার সাপেক্ষে ঘূর্ণন ঘটিয়ে দেয়।"

"কোন বিন্দু বা সরলরেখার সাপেক্ষে ঘূর্ণন ঘটে।"

টর্ক ও কৌণিক ত্বরণের মধ্যে সম্পর্ক:

$$\tau = I \alpha$$

$$= I \frac{d\omega}{dt}$$

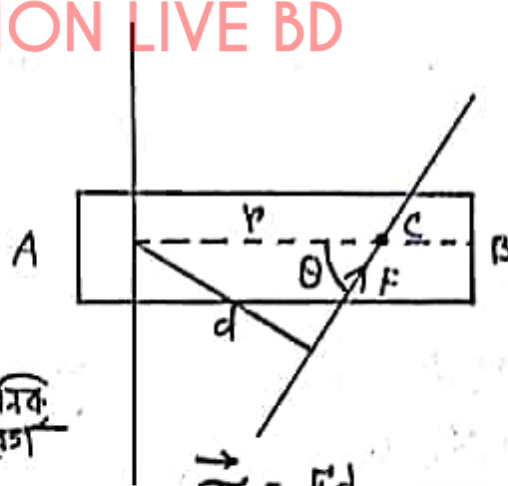
↓
কৌণিক ত্বরণ

সময়, $p = \tau \omega$

কৌণিক ত্বরণ, $L = I \omega$ → কৌণিক বেগ

কৌণিক গতিশক্তি: $E_a = \frac{1}{2} I \omega^2$

মোট গতিশক্তি, $E_t = E_a + E_{tr}$
 $= \frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} m v^2$



$$\tau = Fd$$

$$= \vec{r} \times \vec{F}$$

$$= Fr \sin \theta$$

Scanned by CamScanner

জড়তার ভ্রামক (Moment of Inertia):

কোন অক্ষ সাপেক্ষে ঘূর্ণনবৃত্ত কোন দৃঢ় বস্তুকে প্রতিটি কনার দ্বারা এবং অক্ষ হতে তাদের দূরত্বের সমস্ত দ্বারা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জড়তার ভ্রামক বলে।

$$I = \sum mr^2$$

চক্রগতির ব্যাসার্ধ (Radius of Gyration):

“যদি কোন দৃঢ় বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু যেখানে বস্তু অক্ষ হতে কেন্দ্রীভূত আছে বরাবর হয় এবং ঘূর্ণন অক্ষ সাপেক্ষে এই বিন্দুর জড়তার ভ্রামক সমস্ত বস্তুকে জড়তার ভ্রামকের সমান হয় তবে অক্ষ হতে এই বিন্দুর দূরত্বকে চক্রগতির ব্যাসার্ধ বলে।”

$$K = \sqrt{\frac{I}{M}}$$

- * প্রত্যকার বা কেন্দ্রাকার বস্তুকে জন্য, $I = \frac{1}{2} mr^2$
- * নিরোট গোলকের জন্য, $I = \frac{2}{5} mr^2$
- * ফাঁপা গোলকের ক্ষেত্রে, $I = \frac{2}{3} mr^2$
- * পাতলা চাকতির দ্বারা M ও ব্যাসার্ধ r বিশিষ্ট এক চাকতির তলের সমতলিক এবং কেন্দ্রগামী I অক্ষের সাপেক্ষে চাকতির জড়তার ভ্রামক, $I = \frac{Mr^2}{2}$
- * অক্ষান্তরিত অক্ষ উপস্থাপন, $I = I_a + Md^2$
- * আভিমুখ অক্ষ উপস্থাপন, $I_z = I_x + I_y$

যানবাহন ও বাস্তবিক বাক:

Velocities & Banking of Roads

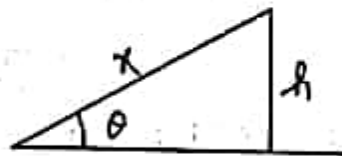
$$\tan \theta = \frac{v^2}{rg} ; \tan \theta = \frac{h}{\sqrt{x^2 - h^2}}$$

যদি সুষম ২য়,

$$\tan \theta = \sin \theta = \frac{h}{x}$$

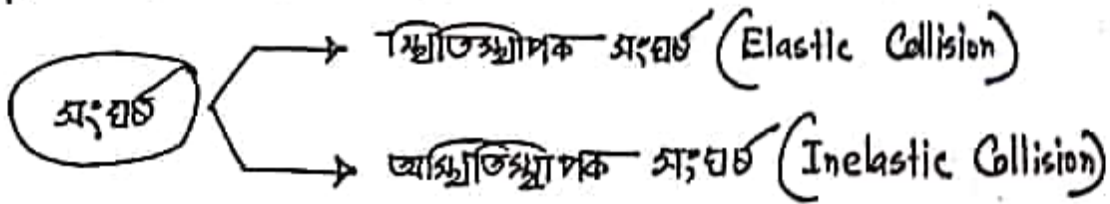
$$\frac{h}{x} = \frac{v^2}{rg}$$

$$\therefore v = \sqrt{\frac{hrg}{x}}$$



ভরবেগের সংরক্ষণ সমীকরণ, $m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$

সংঘর্ষ (Collision): অতি ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্র কাল বৃহৎ বল
ক্রিয়া করে গতির হঠাৎ ব্যপক পরিবর্তন করতে সংঘর্ষ বলে।



স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ (Elastic Collision): দুটি বস্তুর মধ্যে কোন
সংঘর্ষের আগে গতিশক্তি এবং সংঘর্ষের পরে গতিশক্তি যদি
সমান হয় তখন তাকে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ বলে।

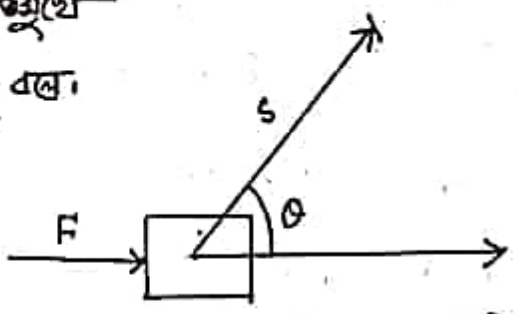
অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ (Inelastic Collision): যদি দুটি বস্তুর
মধ্যে সংঘর্ষে আগে ও পরে গতিশক্তি সমান না হয় তখন
তাকে অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ বলে।

কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি
Work, Power & Energy

কাজ (Work) : বল ও সরের অভিমুখে
সরস্বরূপে উৎসারিত হওয়ায় কাজ বলে।

$$W = F \cdot s \cdot \cos \theta$$

$$= \vec{F} \cdot \vec{s}$$



কি বস্তু প্রয়োজনে সরিয়ে দেওয়া বা বস্তু স্থল ভঙ্গির ক্ষমতাস্বরূপে কাজ।

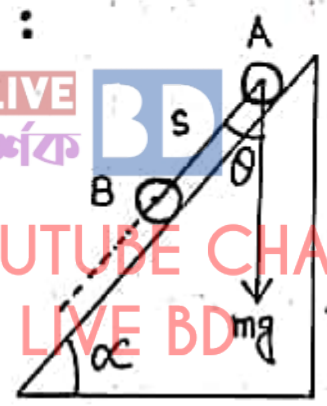
- * বস্তু স্থল ভঙ্গির ক্ষমতাস্বরূপে কাজ স্থল ধনাত্মক।
- * বস্তু স্থল ভঙ্গির ক্ষমতাস্বরূপে কাজ স্থল ঋণাত্মক।

আন্তর্ভৌমিক কাজ (Work due to Gravity) :

$$W = F \cdot h = mgh$$

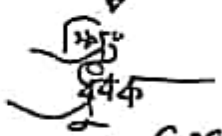
যদি বস্তু সরে থাকে
তবে কাজ, $W = mgs \cos \theta$

$$\Rightarrow W = mgs \sin \alpha$$

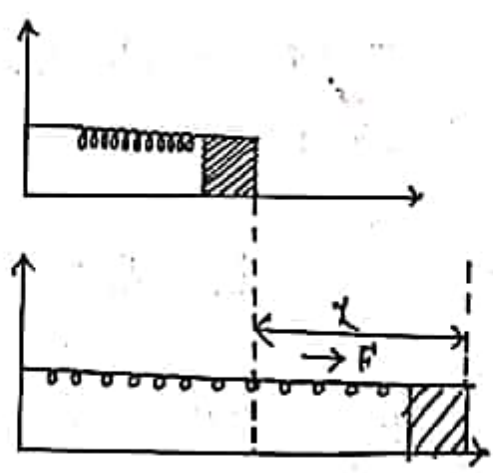


স্থিতিস্থাপক বা স্থিতিস্থাপক দ্বারা কৃত কাজ
(Work done by Elastic Force)

$$W = -\frac{1}{2} kx^2 \rightarrow \text{সর}$$



$$W = -\frac{1}{2} k (x_2^2 - x_1^2)$$



• অভিকর্ষ বলের বিপরীত কাজ, $W = \frac{GMm h}{R(R+h)}$

অশকর্ষ বল দ্বারা কৃতকাজ, $W = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$

ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে কৃতকাজ, $W = \tau (\theta_2 - \theta_1)$

পাথর স্তম্ভ তীব্রীত কৃতকাজ: n সংখ্যক পাথর যাদের প্রত্যেকের
 ভর m এবং উচ্চতা h পরস্পর সমান্তরাল ~~করে~~ স্তম্ভ তীব্রী করতে
 কৃতকাজ,

$$W = mgh \frac{n(n-1)}{2}$$

শক্তি (Energy)

কোন বস্তু কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। বস্তু সর্বশেষ যতটুকু
 কাজ করতে পারে তা দিয়েই শক্তির পরিমাপ করা হয়।

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL

যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical Energy): কোন বস্তু শক্তি

ভার গতি, অবস্থান বা উচ্চ অবস্থান জন্ম কাজ করার যে সামর্থ্য
 তথা শক্তি থাকে তাকে যান্ত্রিক শক্তি বলে।

গতিশক্তি (Kinetic Energy): কোন গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকলে

জন্ম কাজ করতে যে সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি অর্জন করে তাকে গতিশক্তি
 বলে।

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2$$

$$E_k = \frac{p^2}{2m} \quad \text{— উচ্চতা —}$$

কাজ-শক্তি উপপাদ্য (Work-Energy Theorem):

"কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত এক দ্বারা কৃতকাজ বস্তুর
গতিশক্তি পরিবর্তনের সমান।"

$$\Delta W = E_2 - E_1 = \frac{1}{2} m (v_2^2 - v_1^2)$$

* ঘূর্ণায়মান বস্তুর গতিশক্তি, $E_k = \frac{1}{2} I \omega^2$ → কৌণিক
বেগ
↓
ভরতার
সাম্যক

* চন্দ্র ঘূর্ণন গতিশীল বস্তুর গতিশক্তি, $E_k = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$

বিভবশক্তি বা স্থিতিশক্তি (Potential Energy): স্রাব্যিক অবস্থায় বা

অবস্থান পরিবর্তন করে কোন বস্তুকে অন্য কোন অবস্থায় বা অবস্থানে
আনলে বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে তাকে বিভবশক্তি বলে।

* আভিকর্ষক বিভবশক্তি, $E_p = mgh$

* স্প্রিং-এর বিভবশক্তি, $E_p = \frac{1}{2} kx^2$

* উন্নতস্থানে ~~বস্তু~~ বস্তু স্প্রিং-এর বিভবশক্তি, $U = \frac{1}{2} m g L$
↓
সাম্যাবস্থায়
দৈর্ঘ্য

* স্প্রিং এর গতিশক্তি, $E_k = \frac{1}{2} k (A-x)^2$

↓
সর্বোচ্চ
বিস্তার

* স্প্রিং এর স্থিতিশক্তি, $E_p = \frac{1}{2} k x^2$

∴ মোট শক্তি, $E = E_p + E_k = \frac{1}{2} k A^2$

অজির্ষিত চৌম্বক ক্ষেত্রে পড়ন্ত বস্তুর t -তম সেকেন্ডে শরীরে
স্থিতিশক্তি বা অর্জিত গতিশক্তির পরিমাণ,

$$E = \frac{1}{2} m g^2 (2t-1)$$

* h উচ্চতা হলে একটি বস্তুকে নিম্নে নিক্ষেপ করলে দিলে n স্তরে
যে উচ্চতায় উঠবে গতিশক্তি বিলম্বিত n গুন হয়,

$$E_k = n E_p$$

$$x = \frac{h}{n+1}$$



ক্ষমতা (Power): কাজ সম্পাদনকারী স্রোতের গতি বা পড়ন্ত
কাজ করার হার বা শক্তি সরবরাহের হারকে ক্ষমতা বলে।

$$P = \frac{W}{t} = \frac{Fs}{t} = Fv$$

$$1 \text{ H.P.} = 746 \text{ Watt}$$

↓
Horse
Power

কর্মদক্ষতা (Efficiency): কোন ব্যবস্থা বা যন্ত্র যত দ্রুত মোট কার্যকর শক্তি এবং ব্যবস্থা বা যন্ত্র প্রদত্ত মোট শক্তির অনুপাতকে এই ব্যবস্থা বা যন্ত্রের কর্মদক্ষতা বলে।

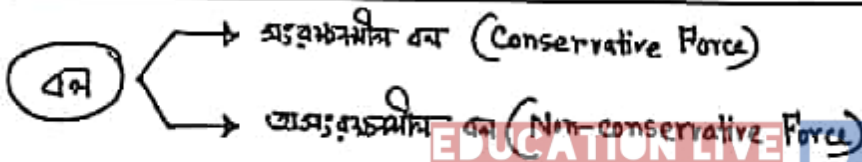
$$\text{কর্মদক্ষতা, } \eta = \frac{E_{\text{output}}}{E_{\text{input}}} = \frac{P_{\text{output}}}{P_{\text{input}}}$$

E_{output} = কার্যকর শক্তি

E_{input} = প্রদত্ত শক্তি

P_{output} = কার্যকর ক্ষমতা

P_{input} = প্রদত্ত ক্ষমতা



সংরক্ষণশীল বল (Conservative Force): কোন বস্তুকে কোন যন্ত্রে

প্রদত্ত একই বস্তু পাথে সঞ্চার ঘটিয়ে আনলে যদি মোট কাজের পরিমাণ শূন্য হয় তাহলে এই বস্তুকে সংরক্ষণশীল বল বলে।

(যন্ত্রন: অভিকর্ষ বল)

- i) বল ধ্রুব অবস্থানের উপর নির্ভর করে।
- ii) একটি বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হতে পথের উপর নির্ভর করে। শূন্য আদি ও ঘর্ষণ অবস্থানের উপর নির্ভর করে।
- iii) ~~সংরক্ষণশীল~~ সংরক্ষণশীল বল দ্বারা হওয়া সঞ্চারকালে উদ্ধার করা যায়।

অসংরক্ষণশীল বল (Non-conservative Force): কোন বস্তুকে কোন
বলের প্রভাবে একটি বক্রপথে সঞ্চারিত করিলে আনলে যদি মোট
কাজের পরিমাণ শূন্য না হয় তাহলে তে বস্তুকে অসংরক্ষণশীল
বল বলে। যেমন: ঘর্ষণ বলা

- i) বল শূন্য অবস্থানের উপর নির্ভর করে না।
- ii) একটি বস্তুকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত কৃত কাজ
পথের উপর নির্ভর করে।
- iii) অসংরক্ষণশীল বল দ্বারা কৃত কাজ সঞ্চারিতপথে পুনরুদ্ধার করা
যাযনা।

Some Special Cases

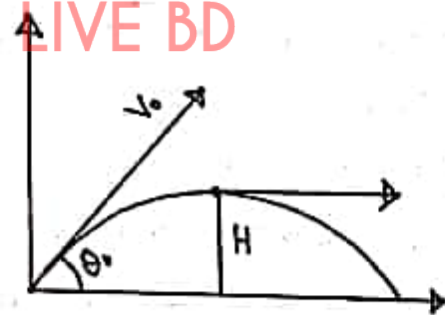
প্রক্ষেপকের অর্ধেক উচ্চতায় থাকির বামভাগীনা:

গতিশক্তি,

$$E_k = \frac{1}{2} m v_0^2 \cos^2 \theta_0$$

স্থিতিশক্তি,

$$E_p = \frac{1}{2} m v_0^2 \sin^2 \theta_0$$



* সরাসরানকর স্কল সুরার সের্য l অব; ক্রনিক বিক্রার α হল; সারারাবস্থান আক্রমকালে বেগ,

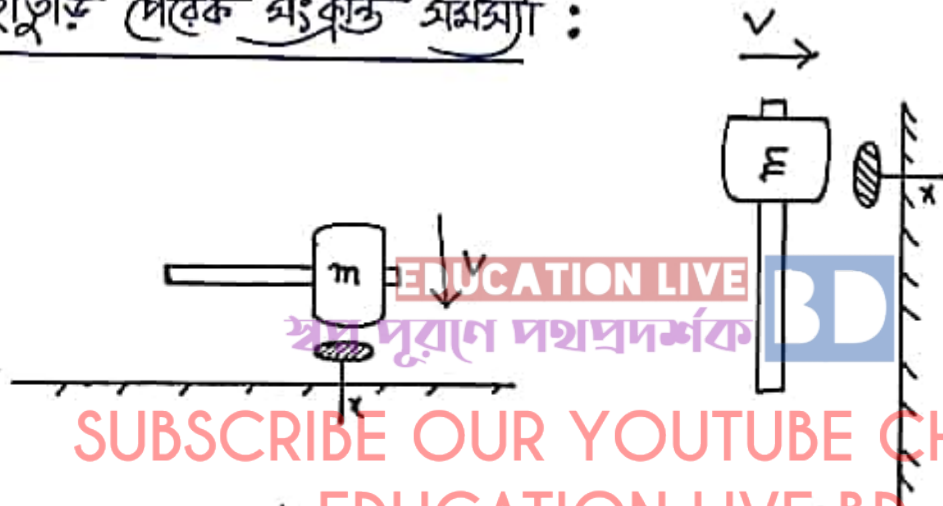
$$V_{max} = 2\sqrt{gl} \sin \frac{\alpha}{2}$$

বৈশিক বিক্রার d হল,

$$V_{max} = 2gh = 2g \left(l - \sqrt{l^2 - d^2} \right)$$

$$[h = l - \sqrt{l^2 - d^2}]$$

শুরুরি পেরক সুরকুর সুরার:



m পেরক একটি শুরুরি সুরা ক্রন দেয়ালর উপর বক্রিত একটি পেরকের উপর v বেগে আঘাত করায় পেরকটি দেয়াল x দুরত্ব এ গরীরে প্রবল করল। দেয়ালর বারী F হল,

$$F \cdot x = \frac{1}{2} mv^2 + mgx \rightarrow \text{দেয়াল যখন জানুক্রমিক}$$

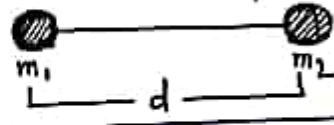
$$F \cdot x = \frac{1}{2} mv^2 \rightarrow \text{দেয়াল যখন উক্র}$$

গ্রহাকর্ষ
Gravitation

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

গ্রহাকর্ষ
বল

$$6.673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$$



স্বাক্ষরিত ব্রিটন কাউন্সিল G -এর মান
বস্তুকমা ছুটির মাধ্যমে প্রকৃতির উপর
যেমন - প্রবেশ্যতা (permeability),
প্রবনতা (susceptibility), দিকনির্ভরতা
(directivity) -এর বস্তুকমার প্রকৃতির উপর
নির্ভর করে।

নিউটনের গ্রহাকর্ষ সূত্র : "গ্রহাবল্লি যে কোনো দুটি বস্তুকমা পরস্পরকে
আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বল বস্তু দুটির তাদের গুরুত্বের সমানুপাতিক,
তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং বস্তু দুটির সমন্বয়কারী সরলরেখা
বরাবর ক্রিয়াশীল।"

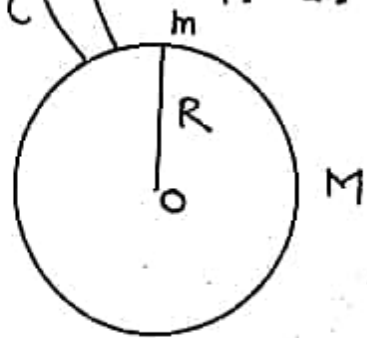
$$G = \frac{F d^2}{m_1 m_2}$$

একক পরিমিত দুটি বস্তুকমা
একক দূরত্বে থেকে, যে পরিমাণ
বল দ্বারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে,
তর সংখ্যাগত মানকে গ্রহাকর্ষ
সূত্রক বলে।

আতিকর্ষক ত্বরণ (Acceleration due to gravity):

"কোন স্থানে আতিকর্ষক গাণিতিক সূত্রের পড়ন্ত বস্তুকে যে ত্বরণ
বৃদ্ধি পায় তাকে ঐ স্থানের আতিকর্ষক বা আতিকর্ষক ত্বরণ বলে।"

$$g = \frac{GM}{R^2}$$



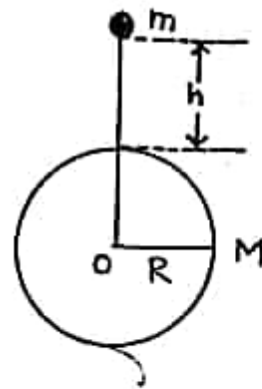
অতিকর্ষক পৃথিবী ও এর তারতম্য -

- i) উচ্চতার ক্রিয়া (Altitude Effect)
- ii) অক্ষাংশ ক্রিয়া (Latitude Effect)
- iii) পৃথিবীর ঘূর্ণন ক্রিয়া (Rotational effect on Earth)

D উচ্চতার ক্রিয়া (Altitude Effect):

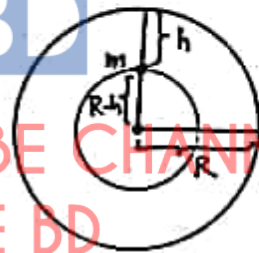
1. কোন বস্তু যদি পৃথিবীপৃষ্ঠে যত উপরে অবস্থিত হয় -

$$g_h = g \left(1 - \frac{2h}{R}\right) \therefore g > g_h$$



2. কোন বস্তু যদি পৃথিবীপৃষ্ঠে যত নিচে অবস্থিত হয় -

$$g_d = g \left(1 + \frac{h}{R}\right) \therefore g < g_d$$



3. কোন বস্তু যদি পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত হয়,

$$g = \frac{4}{3} \pi R G \rho$$

→ পৃথিবীর উপাদান এর গড় ঘনত্ব

- * পৃথিবীর কেন্দ্রে g এর মান শূন্য।
- * পৃথিবী পৃষ্ঠে g এর মান সর্বোচ্চ।

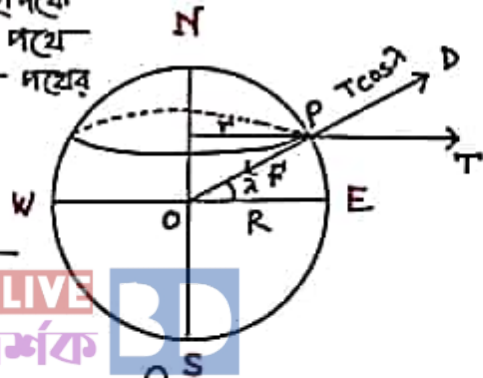
ii) অক্ষাংশ ক্রিয়া (Latitude Effect): পৃথিবী অক্ষাংশ (গোলাকার নয়) এর আকৃতি উপগোলকীয় (spheroidal)। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ক্রিয়া দাপা। বিষুব ব্যাস মেরু ব্যাস অপেক্ষা প্রায় 43 km কম। সুতরাং বিষুব রেখায় অবস্থিত কোন বস্তু মেরু অঞ্চলে অবস্থিত বস্তু অপেক্ষা পৃথিবীর কেন্দ্রে হতে আর্থিক দূরে অবস্থিত, তাই বিষুবীয় অঞ্চলে পৃথিবীর আকর্ষণ বলের মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর আকর্ষণ বলের মান বেশি।

∴ বিষুব রেখা হতে ক্রমশঃ উত্তর দিকে অগ্রসর হলে পৃথিবীর আকর্ষণ বলের মান হ্রাস পাবে; অর্থাৎ মেরুতে এর মান সর্বোচ্চ হবে।

iii) পৃথিবীর ঘূর্ণন ক্রিয়া (Rotational Effect of The Earth):

যদি, m ভরের একটি বস্তু দূরত্ব r (উত্তর) অক্ষাংশে P বিন্দুতে অবস্থান করে। পৃথিবীর ঘূর্ণন তীর অক্ষ NS এর চারিদিকে ω সঙ্গলনিক বেগে P বস্তুকে ঘূর্ণন করছে। তাইলে P বস্তুকে ঘূর্ণন করার পথে স্পর্শক PT বরাবর সর্বাঙ্গ কেন্দ্রস্থিতীয় বল,

$$T = m\omega^2 r \quad [v = \omega r \text{ এর; } F = \frac{mv^2}{r}]$$



P_0 বা কেন্দ্র বরাবর স্পর্শক PT উপর পৃথিবীর আকর্ষণ, $F = \frac{GMm}{R^2}$

OPD বরাবর বা দূরত্ব হতে বাহ্যিক দিকে কেন্দ্রস্থিতীয় বলের অভিকর্ষ,

$$T = \cos \lambda = m\omega^2 r \cos \lambda = m\omega^2 R \cos^2 \lambda \quad [\because r = R \cos \lambda]$$

এবং স্পর্শক বাক্ষর, $F_{\lambda} = \frac{GMm}{R^2} - m\omega^2 R \cos^2 \lambda$

P বিন্দুতে দূরত্ব আকর্ষণে আতিক্ষমতা হ্রাস - এর ফলে,

$$F_{\lambda} = mg_{\lambda} = \frac{GMm}{R^2} - m\omega^2 R \cos^2 \lambda$$

$$g_{\lambda} = \frac{GM}{R^2} - \omega^2 R \cos^2 \lambda$$

বিষুব অঞ্চলে, $\lambda = 0^\circ$, $\therefore g_{\lambda} = \frac{GM}{R^2} - \omega^2 R$ [$\because \cos \lambda = 1$]

আবহ মেরু অঞ্চলে, $\lambda = 90^\circ$, $\therefore g_{\lambda} = \frac{GM}{R^2}$ [$\because \cos \lambda = 0$]

কাজেই পৃথিবীর আকর্ষণ মেরু অঞ্চলে সর্বাধিক আর বিষুবীয় অঞ্চলে সর্বনিম্ন হবে।

N.B → যুনিফর্মিত কারলে মোঃ অক্ষরে g এর মান 9.8 m/s^2 করে, কিন্তু নিশ্চয়!
অক্ষরে g কমে।

মেরুতে, $g = 9.832 \text{ m/s}^2$, বিষুব $g = 9.780 \text{ m/s}^2$

চাক্ষু, $g = 9.7835 \text{ m/s}^2$, সাক্ষু $g = 9.790 \text{ m/s}^2$

ভর (Mass): কোন একটি বস্তুতে মোট যে পরিমাণ মদ্য আছে তাকে তার ভর বলে।

ওজন (Weight): কোন একটি বস্তুতে যে পরিমাণ বস্তু দ্বারা পৃথিবীর কেন্দ্রে দিকে আকর্ষণ হয় তাকে তার ওজন বা ভার বলে।

$$W = mg$$

কপনাধর সূত্র (Kepler's Law)

প্রথম সূত্র (1st Law): সূর্যকে একটি ফোকাসে রেখে একটি বৃত্ত উপবৃত্তাকার মাথে ঘুরে।

দ্বিতীয় সূত্র (2nd Law): প্রত্যেকটি গ্রহের সমন্যত্ব বৃত্তে যে, সূর্য ও গ্রহের কেন্দ্রের সংযোগক কাল্পনিক রেখা সম্মান সময়ে সম্মান ক্ষেত্র ঘন ঘুরে।

তৃতীয় সূত্র (3rd Law): প্রতিটি গ্রহের আবর্তনকালের বর্গ সূচক যত তাদের গড় দূরত্বের ঘনফলকের সমানুপাতিক।

$$T \propto r^3 \quad \text{বা,} \quad \frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{r_1^3}{r_2^3}$$

গ্রহাকর্ষ ক্ষেত্র (Gravitational Field): কোনো বস্তুর চারিদিকে

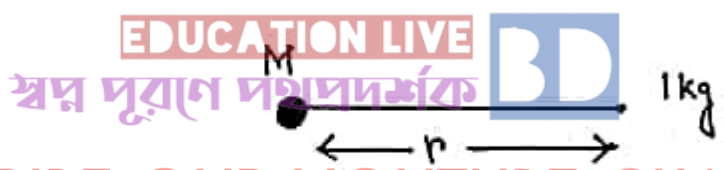
যে অঞ্চলজুড়ে গ্রহাকর্ষ বল অনুভূত হয় তাকে গ্রহাকর্ষ ক্ষেত্র বলে।

গ্রহাকর্ষ ক্ষেত্র প্রাবল্য (Gravitational Field Intensity): কোন

বস্তুর গ্রহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে প্রত্যেক অবস্থানে এক থাকে।

বিভিন্ন ক্ষিপ্রত্বের প্রত্যেক বিন্দিতে গ্রহাকর্ষ ক্ষেত্র প্রাবল্য বা তীব্রতা দ্বারা এই প্রত্যেক বিন্দিকে পরিমাপ করা হয়। পরিমাপের বস্তু হিসাবে একক ভরের বস্তু বিবেচনা করা হয়। এই একক ভরের বস্তু যে কোন দিকে গড়বে তা দিয়ে গ্রহাকর্ষ ক্ষেত্র প্রাবল্য বা তীব্রতা পরিমাপ করা হয়।

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{m}$$



$$E = \frac{GM}{r^2}$$

গ্রহাকর্ষীয় বিভব (Gravitational Potential): অগ্নীময় দৃষ্ট হলে

একক ভরের কোন বস্তুকে গ্রহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোনো বিন্দিতে আনতে গ্রহাকর্ষীয় বল দ্বারা সম্ভার কাজের পরিমাণকে এই বিন্দুর গ্রহাকর্ষীয় বিভব বলে।

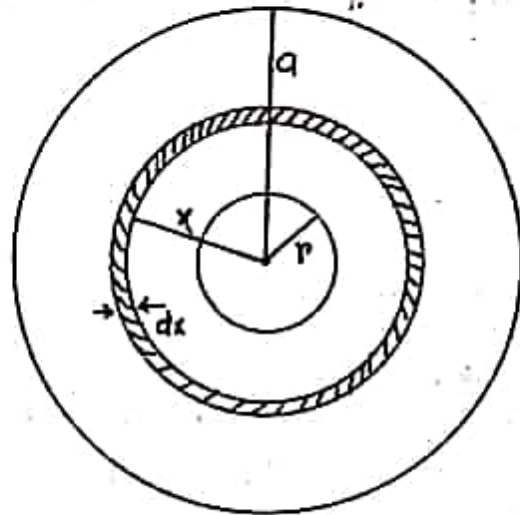
$$V = -\frac{GM}{r}$$

* নির্দিষ্ট গোলকের অভ্যন্তরে কোন বিন্দুতে মোট বিভব, [REDACTED]

$$V = -GM \left(\frac{3a^2 - r^2}{2a^3} \right)$$

* নির্দিষ্ট গোলকের অভ্যন্তরে কোন বিন্দুতে মোট প্রাবল্য,

$$E = \frac{GM}{a^3} r$$



মুক্তিবেগ (Escape Velocity): সর্বনিম্ন যে বেগে কোনো বস্তুকে
 আড়া উপরে দিকে নিক্ষেপ করলে তা আর পৃথিবীতে ফিরে আসে
 তাকে মুক্তিবেগ বলে।

$$V_e = \sqrt{2gR} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = 2R \sqrt{\frac{2}{3} \pi G \rho}$$

কৃত্রিম ও স্বাভাবিক উপগ্রহের সমীকরণ:

* h উচ্চতায় কৃত্রিম উপগ্রহের বৃত্তিক বেগ,

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} = \sqrt{\frac{\cancel{GM} R^2}{R+h}} = \sqrt{g'(R+h)}$$

\downarrow
 h উচ্চতায় অভিকর্ষ
প্রাচুর্য

* আবর্তনকাল T যন্ত্র,

$$T = \frac{2\pi}{v} (R+h) = 2\pi \sqrt{\frac{(R+h)^3}{GM}}$$

$$= 2\pi \sqrt{\frac{(R+h)^3}{gR^2}}$$

শ্রদ্ধা পূরণ পথপ্রদর্শক

* স্ব-মিথি উপগ্রহের আবর্তনকাল :-

$$T = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{gR^2}} = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{GM}}$$

* স্থিতিশীল হলে স্ব-মিথি উপগ্রহের উচ্চতা h হলে,

$$h = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} - R$$

Special Formula :-

ও অক্ষাংশে অতিক্রমকৃত দূরত্ব,

$$q_0 = q - \omega R \cos \theta$$

সূর্যের ভর, $M = \frac{4\pi^2 r^3}{G T^2}$

Some Informations :-

পৃথিবীর ভর $\rightarrow 6 \times 10^{24} \text{ kg}$

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $\rightarrow 6400 \text{ km}$

চাঁদের ভর $\rightarrow 7.4 \times 10^{22} \text{ kg}$

চাঁদের ব্যাসার্ধ $\rightarrow 1740 \text{ km}$

সূর্যের ভর $\rightarrow 1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$

সূর্যের ব্যাসার্ধ $\rightarrow 700000 \text{ km}$

ভূক্রমবেগ (Earth) $\rightarrow 11.2 \text{ km s}^{-1}$

পদার্থের গাঠনিক ধর্ম

Structural Properties of Matter

১) স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity): পদার্থের যে ধর্মের জন্য বস্তু প্রয়োগে তার গঠনের পরিবর্তনে বাধা দেয় এবং শূন্য এবং অপসারণিত হলে তা পূর্বের গঠন ফিরে পায় তাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে।

২) পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু (Perfectly Elastic Body): বস্তুর উপর বিকৃতি প্রযুক্তিগত বাহ্যিক বল অপসারণ করার পর যদি বস্তুটি সম্পূর্ণরূপে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে সে ধর্মের বস্তুকে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু বলে।

- * বাস্তবে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু পাওয়া অসম্ভব।

৩) পূর্ণ দৃঢ় বস্তু (Perfectly Rigid Body): কোন প্রয়োগে যেসকল বস্তু বিকৃতি ঘটানো যায়না, সে ধর্মের বস্তুকে পূর্ণ দৃঢ় বস্তু বলে।

- * বাস্তবে কোনো বস্তুই পূর্ণ দৃঢ় বস্তু নয়।

৪) পূর্ণ নমনীয় বস্তু (Perfectly Plastic Body): বস্তুর উপর বিকৃতি প্রযুক্তিগত বাহ্যিক বল অপসারণ করার পর বস্তু যদি তার বিকৃত অবস্থা পুরোপুরি বজায় রাখে তবে সে ধর্মের বস্তুকে পূর্ণ নমনীয় বস্তু বলে।

- * বাস্তবে কোন বস্তুই পূর্ণ নমনীয় বস্তু নয়।

৫) স্থিতিস্থাপক সীমা (Elastic Limit): বিকৃতি প্রযুক্তিগত বাহ্যিক বল প্রয়োগ করে বিকৃত করার সময় প্রত্যেক বস্তুই বাহ্যিক বলের একটি সর্বোচ্চ মান পর্যন্ত পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু নয় আচরণ করে। বাহ্যিক বলের এই সর্বোচ্চ মানকে স্থিতিস্থাপক সীমা বলে।

স্থিতিস্থাপক বস্তু দিক নির্ভরীয় বা দিক নির্ভরহীন বিবেচনা হ'লে
বিভক্ত যথা:-

- i) সমদিকবর্ষী বস্তু
- ii) অসমদিকবর্ষী বস্তু

i) সমদিকবর্ষী বস্তু (Isotropic Body): যেসব বস্তুর স্থিতিস্থাপক বস্তু
সবদিকে একই একত্র যেসব বস্তুকে সমদিকবর্ষী বস্তু বলে।
যেমন: • ধাতুর তৈরি দণ্ড, রড, তার ইত্যাদি।
* এ বস্তুকে দিক নির্ভরহীন স্থিতিস্থাপক বস্তুও বলা যেতে পারে।

ii) অসমদিকবর্ষী বস্তু (Anisotropic Body): যে বস্তুর স্থিতিস্থাপক
বস্তু বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন সর্ববস্তুকে অসমদিকবর্ষী বস্তু বলে।
যেমন: কোয়ার্টজ (Quartz)
* এ বস্তুকে দিক নির্ভরীয় স্থিতিস্থাপক বস্তুও বলা যেতে
পারে।

বিকৃতি (Strain): "এক প্রয়োজন কোন বস্তুর একক মাত্রায় যে
পরিবর্তন বা বিকার (deformation) হয় তাকে বিকৃতি বলে।"

কোলা বস্তুর আদি মাত্রা X এবং এক প্রয়োজনের পর মাত্রা
 Y হলে বিকার বা মাত্রার পরিবর্তন $Y \sim X$ ।

$$\text{বিকৃতি} = \frac{Y \sim X}{X}$$

শীড়ন (Stress): কোন বস্তুর বিকার হলে একক ক্ষেত্র-উৎপন্ন
প্রত্যক্ষী এককে (Restoring force) শীড়ন বলে।

$$\text{শীড়ন} = \frac{F}{A}$$

অক্ষত ভার: প্রকল্পিত ক্ষম যে ভারের কারণে একটি বস্তু ছিঁড়ে বা ভেঙে যায় তাকে বস্তু অক্ষত ভার বলে।

অক্ষত পীড়ন: প্রতি একক ক্ষেত্রফল দ্বারা যে বল প্রযুক্ত হয় কোন বস্তু ছিঁড়ে বা ভেঙে যায় তাকে বস্তু অক্ষত পীড়ন বলে।

স্থিতিস্থাপক ক্লান্তি (Elastic Fatigue): কোন বস্তুকে বারবার বিকৃত করে বস্তু স্থিতিস্থাপক অবস্থায় আনতে চাওঁ। বস্তু এ অবস্থাকে স্থিতিস্থাপক ক্লান্তি বলে।

দৈর্ঘ্য বা টেন বিকৃতি (Longitudinal or Tensile Strain):

কোন বস্তুতে উপর বায়ক বল প্রয়োগের ফলে তার দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হবে একক দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বা বিকারকে দৈর্ঘ্য বিকৃতি বা টেন বিকৃতি বলে।

$$\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি} = \frac{\Delta L}{L}$$

দৈর্ঘ্য পীড়ন বা টেন পীড়ন (Longitudinal or Tensile Stress):

দৈর্ঘ্য বিকারের ফলে স্থিতিস্থাপকতার কারণে বস্তুটির প্রস্থচ্ছেদের একক ক্ষেত্রফলে দৈর্ঘ্য বরাবর যে প্রত্যক্ষী বল উঠে যায় তাকে অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন বলে।

$$\text{দৈর্ঘ্য পীড়ন} = \frac{F}{A}$$

ইয়ং'স গুণাঙ্ক (Young's Modulus): স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তু
 অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন ও অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাতকে ইয়ং'স গুণাঙ্ক বলে।

$$Y = \frac{F/A}{\Delta L} = \frac{FL}{AL} = \frac{FL}{\pi r^2 L}$$

আয়তন বিকৃতি (Volume or Bulk Strain): এক প্রয়োজ্য যদি
 কোন বস্তু আয়তন পরিবর্তন বা বিকার হয় তবে একক
 আয়তনের পরিবর্তন বা বিকারকে আয়তন বিকৃতি বলে।

$$\text{আয়তন বিকৃতি} = \frac{v}{V}$$

আয়তন-পীড়ন (Volume or Bulk Stress): আয়তন বিকারের
 ফলে স্থিতিস্থাপকতার কারণে একক ক্ষেত্র ক্ষেত্রীয় এন জীর্ষী
 হয় তাকে আয়তন পীড়ন বলে।

$$\text{আয়তন পীড়ন} = \frac{F}{A}$$

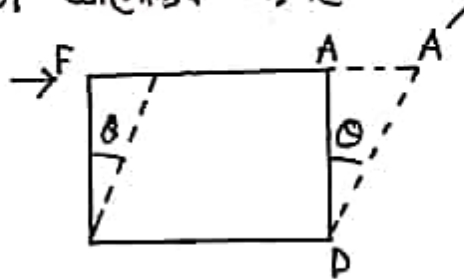
আয়তন গুণাঙ্ক (Volume or Bulk Modulus): স্থিতিস্থাপক সীমার
 মধ্যে বস্তু আয়তন পীড়ন ও আয়তন বিকৃতির অনুপাত একটি
 ধ্রুব সংখ্যা, একে আয়তন গুণাঙ্ক বলে।

$$B = \frac{F/A}{v/V} = \frac{F \cdot V}{A v} = \frac{PV}{v}$$

কৌণিক/শোভ/ব্যবর্তন/আকার বিকৃতি (Shearing Strain):

একক দূরত্বে অবস্থিত দুটি তলের মধ্যবর্তী আপেক্ষিক সরণকে ব্যবর্তন বা শোভ বিকৃতি বলে।

$$\tan \theta = \theta = \frac{AA'}{AD} \quad [\because \theta \text{ খুব ছোট রেডিয়ানে পরিমাপিত}]$$



কৌণিক/শোভ/ব্যবর্তন/আকার শীর্ষী শীর্ষী (Shearing Stress):

ব্যবর্তন বিকৃতি প্রতিরোধ করার জন্য একক ক্ষেত্রফলে যে প্রতিরোধি বলের প্রয়োগ করা হয় তাই ব্যবর্তন বিকৃতি ঘটালে একক ক্ষেত্রফলের উপর যে সমকোণী বল প্রয়োগ করা তাকে ব্যবর্তন শীর্ষী বলে।

$$\text{ব্যবর্তন শীর্ষী} = \frac{F}{A}$$

EDUCATION LIVE BD

স্বপ্ন পূরণ পথদর্শক

দৃঢ়তার গুণাঙ্ক (Modulus of Rigidity): স্থিতিস্থাপক সীমার

মধ্যে কৌণিক ব্যবর্তন শীর্ষী ও ব্যবর্তন বিকৃতির অনুপাতকে দৃঢ়তার গুণাঙ্ক বলে।

$$\eta = \frac{F}{A\theta} = \frac{Fh}{A\delta}$$



হুকের স্নান (Hooke's Law):

" স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কোন বস্তুর পীড়ন তার বিকৃতির সমানুপাতিক "

$$\begin{aligned} \text{পীড়ন} &\propto \text{বিকৃতি} \\ \frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}} &= \text{ধ্রুবক} \end{aligned}$$

গয়মানের অনুপাত (Poisson's Ratio):

স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর পীড়ন বিকৃতি ও দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা। একে পীড়ন-সংখ্যাকে বস্তুর গয়মানের অনুপাত বলে।



$$\begin{aligned} \sigma &= - \frac{\frac{\Delta r}{r}}{\frac{\Delta L}{L_0}} \\ &= - \frac{\Delta r L_0}{r \Delta L} \end{aligned}$$

** — এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে ΔL ধনাত্মক হলে Δr ঋণাত্মক হবে এবং Δr ধনাত্মক হলে ΔL ঋণাত্মক হবে। অর্থাৎ ~~কি~~ দৈর্ঘ্য বাড়লে ব্যসার্ধ হ্রাস পাবে এবং ব্যসার্ধ বাড়লে দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে।

- অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতির ক্ষেত্রে মোট স্থিতিশক্তি, $W = \frac{1}{2} \frac{YA\ell^2}{L}$
- আয়তন বিকৃতির ক্ষেত্রে মোট স্থিতিশক্তি, $W = \frac{1}{2} \frac{Bv^2}{V}$
- ব্যর্থন/কুণ্ডন/সোচ্চ/আকার বিকৃতির ক্ষেত্রে মোট স্থিতিশক্তি, $W = \frac{1}{2} \frac{\eta A \delta^2}{h}$

↑ উৎসের আলোচ্য তিনটি বিষয়ে,
 একক আয়তন সঞ্চিত স্থিতিশক্তি = $\frac{1}{2} \times$ পীড়ন \times বিকৃতি

সংস্কৃতি, $\frac{1}{B} = \frac{v}{pV}$

* ইয়ং এর গুণাঙ্ক, আয়তন গুণাঙ্ক, কুণ্ডন গুণাঙ্ক ও পয়সনের অনুপাতের সঠিক সম্বন্ধ

$$Y = 3B(1 - 2\sigma) = 2\eta(1 + \sigma)$$

প্রবাহী সাদৃশ্য (Fluids): যেসব পদার্থ প্রবাহিত হতে পারে তাদের প্রবাহী পদার্থ বলা হয়।

স্রোতলেখ বা সীমিত প্রবাহ (Streamline Flow): যখন কোন প্রবাহমান প্রবাহীর প্রতিটি অণুই একটি নির্দিষ্ট পথ দিয়ে অগ্রসর হয় তবে সেই প্রবাহকে স্রোতলেখ বা সীমিত প্রবাহ বলা হয়।

বিক্ষিপ্ত প্রবাহ (Turbulent Flow): যখন কোন প্রবাহমান প্রবাহীর অণুসমূহ নির্দিষ্ট পথ দিয়ে অগ্রসর হয় বা পরস্পরের অগ্রসর হওয়া শুরু হয় তাহলে সেই প্রবাহকে বিক্ষিপ্ত প্রবাহ বলা হয়।

সান্দ্রতা (Viscosity): যে কোন দ্রব কোন প্রবাহী মাঝামাঝি দ্রুতি স্তরের আন্তঃগতি গতিতে বাধা দেয়, তাকে সান্দ্রতা বলা হয় এবং যে দ্রবের জন্য কোন প্রবাহী মাঝামাঝি দ্রুতি স্তরের আন্তঃগতি গতিতে বাধা দেয়, সেই দ্রবকেই পরিবাহী সান্দ্রতা বলা হয়।

$$F = \eta A \frac{dv}{dx}$$

সান্দ্রতা η সান্দ্রতা গুণক
 স্রোতলেখ প্রবাহের ক্ষেত্রে $\frac{dv}{dx}$ হলে সান্দ্রতা গুণক η

সান্দ্রতা গুণক (Co-efficient of Viscosity): প্রবাহী স্রোত স্তরের স্রোতলেখ প্রবাহের ক্ষেত্রে সান্দ্রতা গুণক η একক Nsm^{-2} ।

$$\eta = \frac{F/A}{dv/dx}$$

* একক Nsm^{-2}

গ্যাসের সান্দ্রতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব:

" গ্যাসের সান্দ্রতা অংশ তাৎ কেমতিন তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক "

$$\eta \propto \sqrt{T}$$

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}}$$

স্টোকস এর সূত্র (Stoke's Law): কেম সান্দ্র সান্দ্রতম দিয়ে যদি কেম বস্তু গতিমীন হয় তহলে এটি এর স্খর্মে থাকা প্রবাহী পদার্থগুলো স্তরগুলোকে বেলে নিয়ে ঘেে থাকে। এহ প্রবাহীর বিভিন্ন স্তরের সর্বে আবেদিত গতির সৃষ্টি হয়। ফলে গতিমীন বস্তুটির উপর একটি সান্দ্র বল কাজ করে। এ ক বস্তু গতিকে সান্দ্র করতে সাহায্য করে।

১. ব্যাসার্ধের কেম গোনক যদি η সান্দ্রতা গুণিতকের তরলের স্তির দিয়ে চমার সন্ধ্য ৩ বেগ প্রাপ্ত ২৫ তখন তরলের সান্দ্রতার জন্য গোনকের গতিকে বাধাদানকারী কেম,

$$F = 6\pi r \eta v$$

খন্ড বেগ বা প্রান্তিক বেগ

Terminal Velocity

কোন সান্দ্র প্রবাহী দিয়ে যদি কোন গোলক আভিকর্ষক প্রভাবে গতিত হয় তখন আদিত আভিকর্ষক চরলের জন্য এর বেগ বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু মুগমথভাবে এর উপর বাধাদানকারী বল বৃদ্ধি পায় ফলে বস্তুটির নিঃস্থরন কমে থাকে একসময় বস্তুটির নিঃস্থরন শূন্য হয়। বস্তুটি তখন ধ্রুব বেগে গতিতে থাকে। এক প্রান্ত বেগ বা খন্ড বেগ বলে।

$$v = \frac{2r^2(\rho_s - \rho_f)g}{9\eta}$$

\downarrow বস্তু ঘনত্ব
 \downarrow তরলের ঘনত্ব
 \downarrow প্রান্ত বেগ

জানক সময়ে তরলের উপর দিয়ে বায়ু বৃন্দবদের উপর নির্ভর দেখা যায়। এতে প্রান্ত বেগের সমীকরণ,

$$v = \frac{2r^2(\rho_f - \rho_s)g}{9\eta}$$

\downarrow বায়ু বৃন্দবদের ঘনত্ব
 \downarrow পানির ঘনত্ব

যেহেতু বায়ু বৃন্দবদের ঘনত্ব ρ_s পানির ঘনত্বের তুলনায় অনেক কম ($\rho_s \ll \rho_f$) তাই ρ_s কে উপেক্ষা করে উপরোক্ত সমীকরণকে বায়ু বৃন্দবদের জন্য লেখা যায়,

$$v = \frac{2r^2\rho_f g}{9\eta}$$



শ্রুচীচীন ও শ্রুচীশক্তি

Surface Tension & Surface Energy

তরলের উপরিভাগে একটি চীনচীন শ্রুচীশক্তিগতক বিস্তারিত গ্যাম্ আচরণ করে এবং তরলের শ্রুচী শক্তি বরাবর সবদিকে একটি বনু বিস্তারিত করে যাতে শ্রুচীচীন বনু।

তরল শ্রুচী শক্তি বিস্তারিত শ্রুচীশক্তি বলে। কোন তরলের শক্তি উপরন্তু শক্তি বিস্তারিত দ্বারা শ্রুচীশক্তি পরিমাপ করা হয়।

$$E = \frac{W}{A}$$

$$W = T \Delta A \rightarrow \begin{matrix} \text{শ্রুচীশক্তি} \\ \text{শ্রুচীচীন} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{শ্রুচীশক্তি} \\ \text{শ্রুচীচীন} \end{matrix}$$

R ব্যাসার্ধের বড় পানির ফোঁদে N সংখ্যক r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট ফোঁদে আছে। $\Delta A = N 4\pi r^2 = 4\pi R^2$

$$\therefore \text{কাজ } W = T \Delta A = 4\pi (Nr^2 - R^2) T$$

যদি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ দুই শ্রুচী থাকে,

$$W = T \Delta A = 8\pi (Nr^2 - R^2) T$$

সংস্কারিক বল (Cohesive Force): একই পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে

সাম্প্রতিক আকর্ষণ বলকে সংস্কারিক বল বলে।

আস্রকর্ষন বল (Adhesive Force): ভিন্ন পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে

সাম্প্রতিক আকর্ষণ বলকে আস্রকর্ষন বল বলে।

স্পর্শকোণ (Angle of Contact):

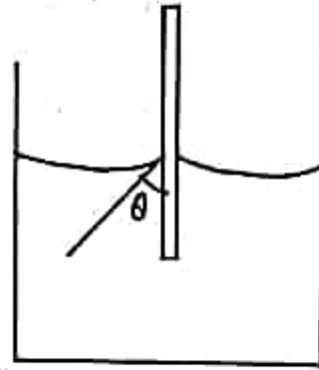
কোন তরল স্ফটিক বিদ্যুত তরল পৃষ্ঠের স্পর্শক তলের ত্রিকোণ কোণ প্রার্থের সাথে যে কোণ গঠিত করে তাকে স্পর্শকোণ বলে।

Cohesive > Adhesive $\rightarrow \theta > 90^\circ$

Adhesive > Cohesive $\rightarrow \theta < 90^\circ$

কৈমিকতা (Capilarity): কৈমিক মলে তরলের আধিক্য বা

অবশ্যকে কৈমিকতা বলে।



SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL
EDUCATION LIVE BD

কৈমিক নলে স্ৰলত ডেখান ও অবনমনত স্ৰে ,

$$T = \frac{r \rho g (h + \frac{r}{3})}{2 \cos \theta}$$

r লবঃ ও স্ৰল তলে, $T = \frac{h \rho g r}{2}$

U আকৃতি নলে ডেখান ও অবনমনত স্ৰে ডেখান মাথক্য,

$$\Delta h = h_1 - h_2 = \frac{2T}{\rho g} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

EDUCATION LIVE 
স্বপ্ন পূরণ দেখাদর্শক

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL
EDUCATION LIVE BD

পৰ্যাবৃত্ত গতি Periodic Motion

“কোনো গতিশীল বস্তুকে পৰ্যাবৃত্ত গতি যদি বলা হয় যে, এটি এক গতিমথ্যেই
কোন নির্দিষ্ট বিন্দুকে নির্দিষ্ট সময়ে পর পর একই দিক থেকে অতিক্রম
করে তাহলে সেই গতিকে পৰ্যাবৃত্ত গতি বলা হয়।”

সরল হ্রদিত গতি (Simple Harmonic Motion): কোন পৰ্যাবৃত্ত গতিমথ্য
বস্তুকে উৎস কায়েক স্থানে যদি তার গতিমথ্যের একটি নির্দিষ্ট
বিন্দু আড়িষ্টে এসে থাকে যে তার গতি x বিন্দু হতে
বস্তু সরলরাস্তাভিত্তিক ও বিপরীতমুখী হয়, তখন সে বস্তুকে
গতিকে সরল হ্রদিত গতি বলা হয়।

সরল হ্রদিত গতির বৈশিষ্ট্য :

- ১) এটি একটি পৰ্যাবৃত্ত গতি যতবার এ গতি পুনরাবৃত্তি ঘটে।
- ২) এটি একটি সরলরাস্তাভিত্তিক গতি অর্থাৎ সরলরাস্তায় সরল গতি হয়।
- ৩) এটি একটি দোন্দল বা স্পন্দন গতি।
- ৪) যে কোন সময় স্থানের মান জানা যাবে অর্থাৎ সরলরাস্তাভিত্তিক
এবং বিপরীতমুখী অর্থাৎ স্থান x এবং সরল x হয়,
 $a \propto -x$ অর্থাৎ $F \propto -x$
- ৫) স্থান তথা x একটি নির্দিষ্ট বিন্দু আড়িষ্ট।
- ৬) কক্ষজনক কনস্ট্যান্ট সরল স্প্রিং বা কোয়ার্টারের আবেশক।

এবং চূড়ান্ত গতিতে সর্বশেষ রাশি:

Quantities of Simple Harmonic Motion

১. স্থানান্তর (Displacement): সাম্যাবস্থায় যে-কোন মুহূর্তে বস্তুর দূরত্বকে বস্তু
অবস্থান বলে। একে সর্বদায় x দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

২. বিস্তার (Amplitude): সাম্যাবস্থায় বস্তুর সর্বোচ্চ সরণকে বিস্তার বলে।
* A দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৩. পূর্ণ স্পন্দন (Complete Oscillation) বা পূর্ণ চক্র (Cycle): নির্দিষ্ট গতিপথে
সাম্যাবস্থায় এদিক ওদিক গতিমূলক বস্তু গতিপথের কোন একটি বিন্দুকে
একই দিক থেকে আবার অতিক্রম করলে একটি চক্র বা একটি পূর্ণ স্পন্দন
সম্পন্ন হয়েছে বলা হয়।

৪. স্পন্দনকাল (Time Period): একটি চক্র বা একটি পূর্ণ স্পন্দনের সমস্তকালকে
স্পন্দনকাল বলে।
* T দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৫. কম্পাঙ্ক (Frequency): প্রতি সেকেন্ডের পূর্ণ স্পন্দন সংখ্যাকে কম্পাঙ্ক
বা ফ্রিকুয়েন্সী বলে। * f দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
একটি বস্তুর স্পন্দনকাল T sec হলে, কম্পাঙ্ক, $f = \frac{1}{T}$

৬. কৌণিক কম্পাঙ্ক (Angular frequency): প্রতি সেকেন্ডে বৃত্তাকার পথে
পূর্ণ পূর্ণের সংখ্যাকে কৌণিক কম্পাঙ্ক বলে।
* ω দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

৭. দশা (Phase): যে রাশি বা রাশিসমূহের সাহায্যে বস্তুর স্পন্দন
অবস্থা বুঝা যায় তাকে দশা বলে।

$$(\omega t + \delta) \rightarrow \text{দশা}$$

প্রাথমিক দশা (Initial Phase): পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে
 প্রাপ্ত প্রাথমিক দশা হলো
 * ৪ নং সূত্রটি করা যাবে।

• সরল হ্রদিত গতিসম্বন্ধে কনস্ট্যান্ট অ্যামপ্লিটিউড এবং তার সমাধান
Differential Equation of Simple Harmonic Motion and its Solution

অতীহ জ্ঞান, সরল হ্রদিত গতিতে কনস্ট্যান্ট অ্যামপ্লিটিউড
 হতে তার সরলতর সঙ্গাণুগতিক এবং বিপরীতমুখী। সুতরাং এখানে কনস্ট্যান্ট
 উপর ক্রিয়াশীল এবং অধরতর সঙ্গাণুগতিক এবং বিপরীতমুখী হবে।
 সঙ্গাণুগতিক হতে কনস্ট্যান্ট অ্যামপ্লিটিউড x হলে যদি এর উপর F এর ক্রিয়া
 করে তাহলে,

$$F \propto -x$$

$$\Rightarrow F = -kx \quad [k \text{ একটি সঙ্গাণুগতিক ধ্রুবক। একে বল ধ্রুবক বলে}]$$

$$\Rightarrow ma = -kx \quad [\text{কার্টার এর } m \text{ হলে, } F = ma]$$

• ধ্রুবক a কে অধরকনস্ট্যান্ট সঙ্গাণুগতিক নিখিল দাড়ায়,

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\therefore m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

$$\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m} x$$

$$\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0} \quad [\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}]$$

→ এটিই সরল হ্রদিত গতিসম্বন্ধে
 কনস্ট্যান্ট অ্যামপ্লিটিউড

- সর্বমুখী গতিসম্পন্ন কনার বিভিন্ন সঙ্গীকরণ :

সর্বমুখী গতিসম্পন্ন কনার কনার সরণ, $x = A \sin(\omega t + \delta)$

কৌণিক বেগ বা কন্সট্যান্ট, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

বেগ, $v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$

সর্বোচ্চ বেগ, $v_{max} = \omega A = A \sqrt{\frac{k}{m}}$

দ্রুতন, $a = -\omega^2 x = -\omega^2 A \sin(\omega t + \delta)$

সর্বোচ্চ দ্রুতন, $a_{max} = -\omega^2 A$

$$F = -kx$$

স্থিতিশক্তি, $E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \delta)$

গতিশক্তি, $E_k = \frac{1}{2} k(A^2 - x^2) = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \delta)$

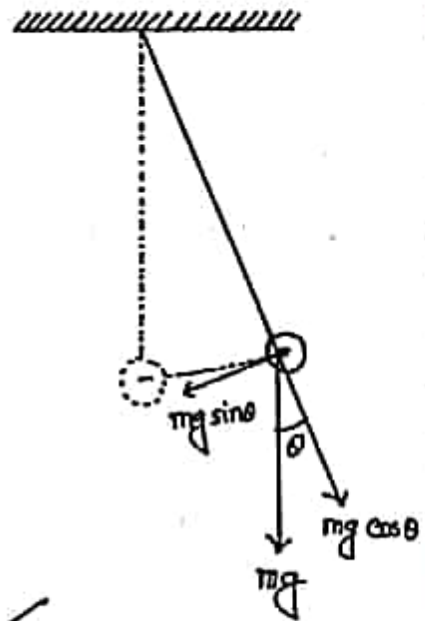
যেকোন মুহুর্তে সর্বমুখী গতিসম্পন্ন কনার মোট যান্ত্রিক শক্তি

$$E = E_p + E_k = \frac{1}{2} kA^2$$

সরল দোলকের গতি

Motion of Simple Pendulum

একটি ছুঁড় ভারী বস্তুকে পর্যায়, সংকীর্ণ অক্ষাংশে নখীয়া সূতা দ্বারা কোনো ছুঁড় অবস্থানে স্থিত মুক্তি দেিলে যদি তা বিনা বাধায় ফল বিস্তারে এদিক ওদিক ছুঁড়তে পারে তবে তাকে সরল দোলক বলা



$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

সেকেন্ড দোলক (Second Pendulum):

যে সরল দোলকের দোলনকাল দুই সেকেন্ড অর্থাৎ যে দোলকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে এক সেকেন্ড সময় লাগে তাকে সেকেন্ড দোলক বলে।

সেকেন্ড দোলকের দৈর্ঘ্য, $L = \frac{g}{\pi^2}$

- নিম্নে সরল দোলকের দোলনকাল, $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g \pm f}}$
 ↓ নিম্নের দ্বারা
 ঋণাত্মক +
 নিম্নাত্মক -

• দু-প্রান্তে স্থিত দুই গোল যদি অভিকর্ষক দ্বারা g_2 এবং g_1 হয়,

$$\frac{g_2}{g_1} = \frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{R^2}{(R+h)^2} = \frac{L_1}{L_2}$$

- দু-পৃষ্ঠে স্থল গণীতে অবস্থিত কোন কিছুতে আতিকর্ষক প্ৰবন g_2 এবং
 দু-পৃষ্ঠে আতিকর্ষক প্ৰবন g_1 বলে,

$$\frac{g_2}{g_1} = \frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{L_1}{L_2} = 1 - \frac{h}{R}$$

- স্পষ্টতম দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে, $\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \frac{86400}{86400 \pm x}$

↓
 যতটুকু দৈর্ঘ্য
 কম বা বেশি
 দেয়া

উল্লম্ব স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য

Oscillation of a Vertical Spring

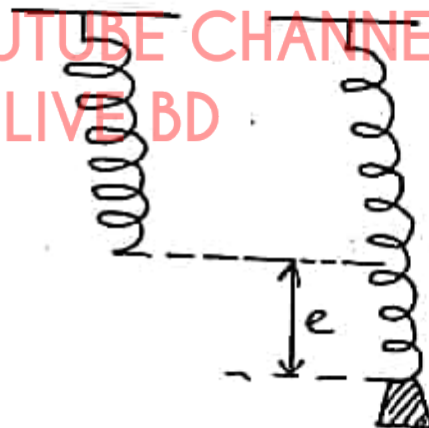
শ্রদ্ধা পূর্ণাঙ্গ দর্শন



স্প্রিংয়ের ক্ষেত্রে,

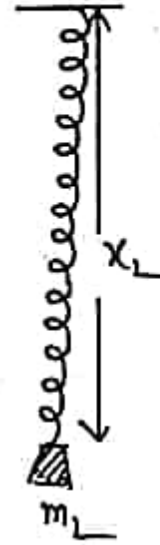
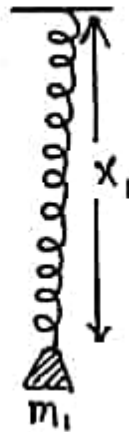
সময়কাল,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{e}{g}}$$



- যদি m_1 ও m_2 ভরের দুটি বস্তু একত্রে স্প্রিং এর মুক্ প্রান্তে স্থাপন করা হয় সুনিম্নে দেয়া হয় এবং এর ফলে স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে x_1 ও x_2 হয় তাহলে

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{x_1}{x_2}$$



- যদি m_1 ও m_2 ভরের দুটি বস্তু একত্রে স্প্রিং এর মুক্ প্রান্তে স্থাপন করা হয় সুনিম্নে দেয়া হয় এবং এর ফলে স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে T_1 ও T_2 হয় তাহলে,

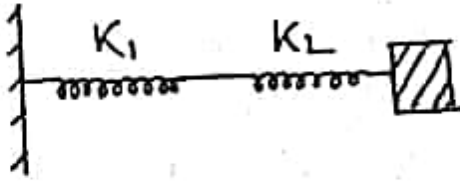
$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{T_1^2}{T_2^2}$$

- স্প্রিং এর স্থিতিশক্তি, $E_p = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \delta)$
- স্প্রিং এর গতিশক্তি, $E_k = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \delta)$
- মোট শক্তি, $E = E_p + E_k = \frac{1}{2} k A^2$

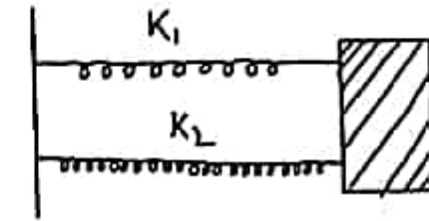
এক চক্র পরিমাণে স্প্রিং এর

- গড় গতিশক্তি = $\frac{1}{3} k A^2 = \frac{2}{3} \times$ মোট শক্তি
- গড় স্থিতিশক্তি = $\frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} \times$ মোট শক্তি

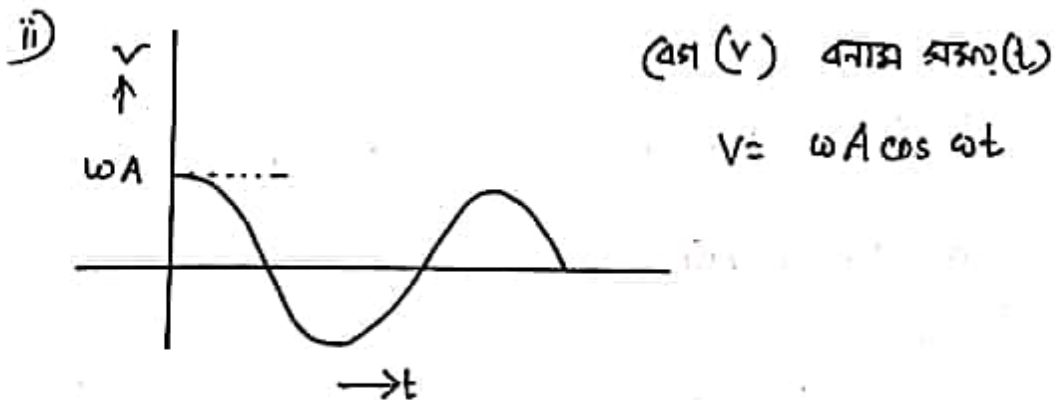
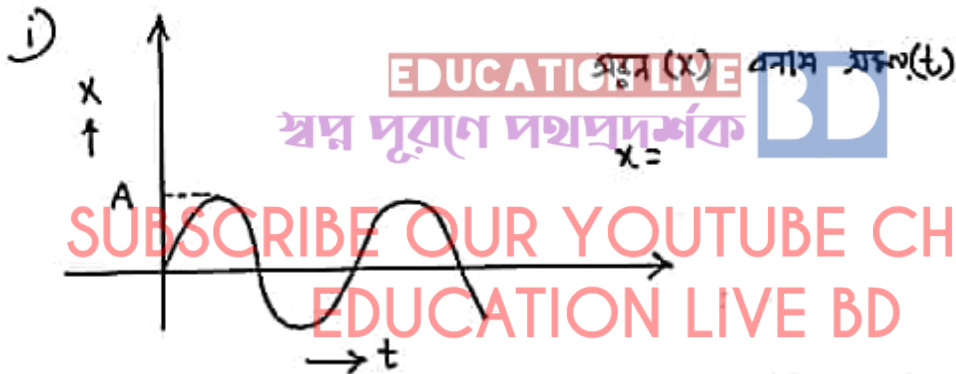
ক) অনুক্রমে অঙ্কিত স্প্রিং এর জন্য →

$$\frac{1}{K_S} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} + \frac{1}{K_3} + \dots + \frac{1}{K_n}$$


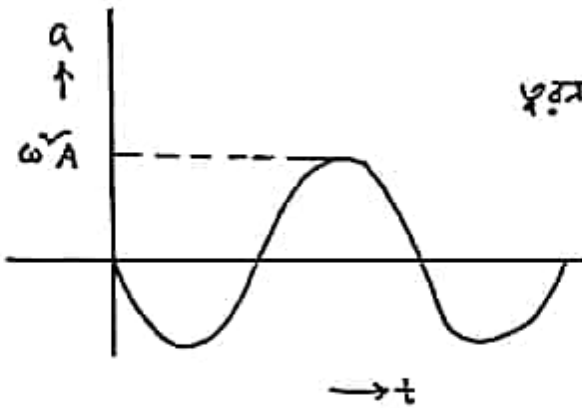
ক) সমান্তরালে অঙ্কিত স্প্রিং এর ক্ষেত্রে →

$$K_p = K_1 + K_2 + K_3 + \dots + K_n$$


কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ Graph

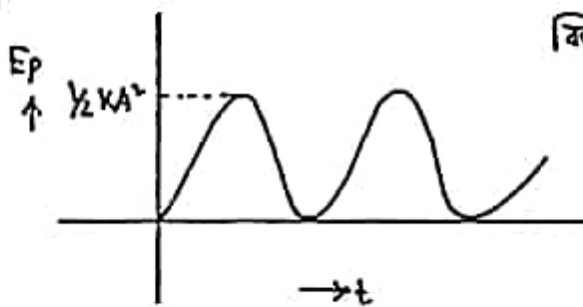


iii)



স্থান (a) কাল সময় (t)

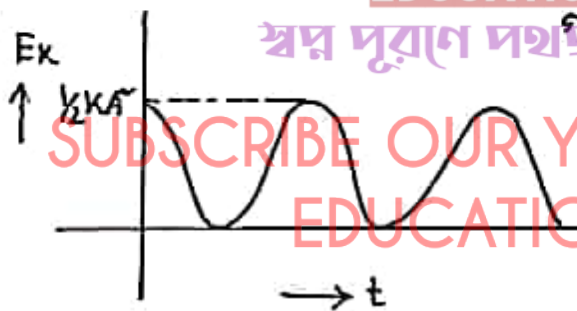
iv)



বিলম্বিত কাল সময়
 E_p t

$$E_p = \frac{1}{2} K A^2 \sin^2(\omega t + \delta)$$

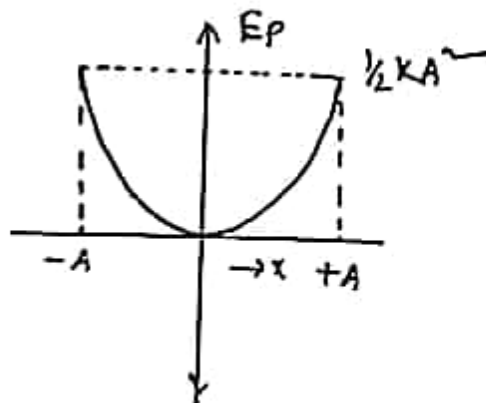
v)



শক্তি (Ek) কাল সময় (t)
শক্তি পূরণ

$$E_k = \frac{1}{2} K A^2 \cos^2 \omega t$$

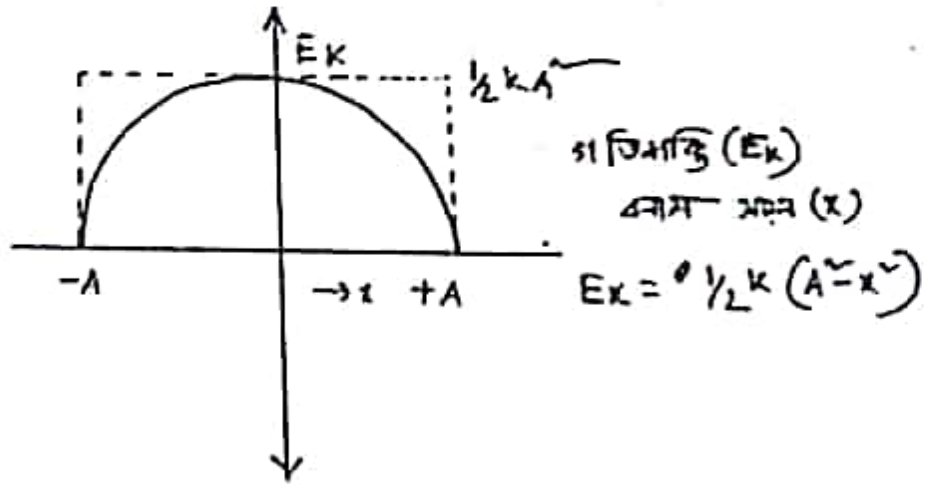
vi)



বিলম্বিত (Ep) কাল
সময় (x)

$$E_p = \frac{1}{2} K x^2$$

vii)

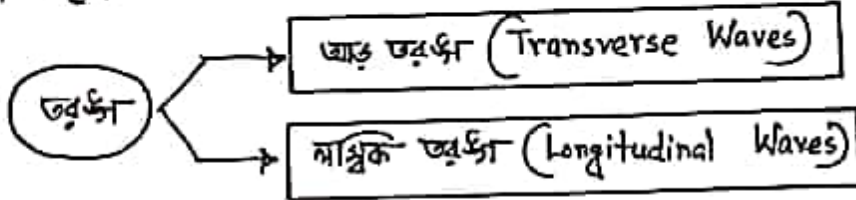


EDUCATION LIVE **BD**
শ্রদ্ধা পূরণে দৃষ্টিদর্শক

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL
EDUCATION LIVE BD

তরঙ্গ Waves

“শিষ্টিমানক জড় মাধ্যমে কণা থেকে কাল অগ্রসরণের পর্যাবৃত্ত আন্দোলনকে তরঙ্গ বলে।”

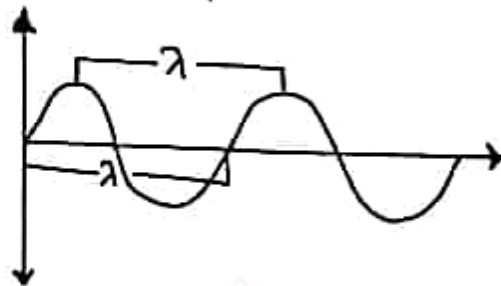


আড় তরঙ্গ (Transverse Waves): যে তরঙ্গ গতির অভিমুখে মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের অভিমুখের সাথে ঊন্থ হয় অর্থাৎ মাধ্যমের কণাগুলো কম্পনের দিকের সাথে নঙ্গভাবে যে তরঙ্গ পড়িয়ে চলে তাকে আড় তরঙ্গ বলে।

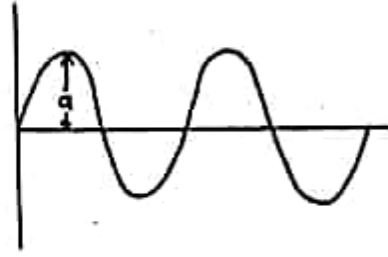
নঙ্গিক তরঙ্গ (Longitudinal Waves): যখন কোনো মাধ্যমের কণাগুলো তাদের সাম্যাবস্থার সম্মুখে একই দিকে পর্যাবৃত্ত গতিতে কম্পিত হয় তাকে একই এক ফলে তরঙ্গের অভিমুখ যদি কণাগুলোর কম্পনের অভিমুখের সমান্তরাল হয় তখন এ তরঙ্গকে নঙ্গিক তরঙ্গ বলে।

তরঙ্গ সম্বন্ধিত কয়েকটি শব্দ
Some terms related to Wave

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wave Length): তরঙ্গ প্রবাহের গতিপথে একই দশাবিধিষ্ট দুটি কণার মাধ্যমের মাধ্যমে দুইদিকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে।



বিস্তার (Amplitude): প্রদত্ত তরঙ্গের উপর অবস্থিত একটি কক্ষমান
 ক্রম সঙ্গ্যাবস্থান হতে যে কোন একদিকে সর্বাধিক সরানোই বিস্তার
 বলে। * 'a' দ্বারা সূচিত হয়।



কম্পাঙ্ক (Frequency): কোন একটি কক্ষমান ক্রম এক সেকেন্ডে যতগুলো
 পূর্ণ কম্পন বা দোলন সম্ভব হবে তাকে কম্পাঙ্ক বলে।

* 'f' দ্বারা সূচিত হয়।

$$f = \frac{N}{t}$$

কম্পাঙ্কের একক (vibration per second or cycle per second)
 একে হার্টজ (Hertz) বলে।

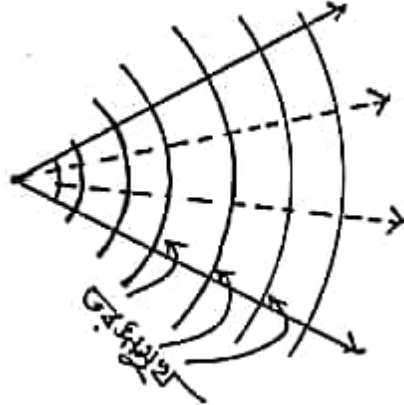
দোলনকাল বা পর্যায়কাল (Time Period): কোন সর্বমুখে একটি পূর্ণ অর্ধ
 উল্লস করতে কক্ষনবৃত্ত অর্ধ উল্লসে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে
 পর্যায়কাল বলে।

$$T = \frac{1}{f}$$

দশা (Phase): তরঙ্গাঙ্কিত কোন একটি ক্রম দশা বলে যে কোন
 যে কোন সূত্র গতির সমস্ত অবস্থা বুঝায়।

প্রাথমিক দশা (Initial phase or Epoch): পর্যায়কাল সূত্র সূত্র বা সময়
 পরিমাপ শুরু করার সূত্র কোন ক্রম যে দশা থাকে সেই দশাকেই
 প্রাথমিক দশা বলে।

তরঙ্গমুখ (Wave front): সমসামান্য তরঙ্গের গতিপথকে তরঙ্গমুখ বলে।



তরঙ্গরশ্মি (Wave ray): সমতল বা সূক্ষ্ম সার্ঘ্যের তরঙ্গ-মুখের আঁচিলে ছরন যেদিকে যায়, তাকে তরঙ্গ-রশ্মি বলে।

তরঙ্গ-বেগ (Wave-velocity): একক সময়ে কোন নির্দিষ্ট দিকে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গবেগ বলে।

কৌণিক কম্পাঙ্ক (Angular Frequency): সময়ের সাথে দশা পরিবর্তনের হারকে কৌণিক কম্পাঙ্ক বলে। $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
 rad s^{-1}

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL
 EDUCATION LIVE BD

* $v = f\lambda$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{f_2}{f_1}$$

অগ্রগামী তরঙ্গ (Progressive Wave): সার্ঘ্যের মতই সূক্ষ্ম কোলা জালান মখন সার্ঘ্যের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ভক্তি সঞ্চালন করে করতে বিস্তারের কোনরকম দ্রুপ না ঘটিয়ে সামনের দিকে একটি নির্দিষ্ট বেগে অগ্রসর হু তখন এক অগ্রগামী তরঙ্গ বলে।

$$\text{দশা পর্যায়ক্রম} = \frac{2\pi}{\lambda} x \text{ মধ্য পর্যায়ক্রম}$$

তরঙ্গ প্রসারিত হলে বিভিন্ন রূপ :-

$$y = a \sin(\omega t - \delta)$$

$$y = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

$$y = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi t}{T}\right)$$

$$y = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

$$y = a \sin \omega \left(t - \frac{x}{v}\right)$$

$$y = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x)$$

$$v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

$$v_{\max} = \omega A$$

$$a = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

$$a_{\max} = \omega A$$

অগ্রগামী তরঙ্গের প্রতি একক আয়তন

$$\text{প্রবাহিত শক্তি, } E = 2\pi^2 a^2 f^2 \rho$$

স্থির তরঙ্গের ক্ষেত্রে,

$$y = 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \sin \frac{2\pi}{\lambda} vt$$

$$= A \sin \frac{2\pi}{\lambda} vt$$

সর্বসর্ব সূচি সূক্ষ্মত্ব বা নিখাদ বিকির দূরত্ব $\rightarrow \lambda/2$

একটি সূক্ষ্মত্ব বিকির ও একটি নিখাদ বিকির দূরত্ব $\rightarrow \lambda/4$

মস্কর জীবন, $I = \frac{P \leftarrow \text{শক্তি}}{A \leftarrow \text{ক্ষেত্রফল}}$

জীবন স্তর, $\beta = \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \rightarrow \text{Bell একক}$

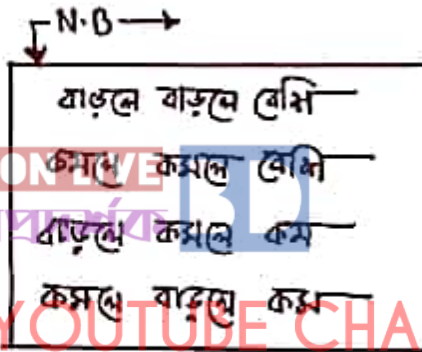
$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \rightarrow \text{dB Bell একক}$

বীট/স্বরকম্প (Beat): সমান বা প্রায় সমান জীবন এবং

প্রায় সমান কম্পাঙ্কবিভিষ্ট একই দিকে অগ্রগামী দুটি মন জরঞ্জোর
উপস্থিততর খল মস্কর মস্কি প্রাবল্যর দ্রাম-স্থিতির ঘটনাক্রম স্বরকম্প
বা বীট বলত।

$$f_1 \sim f_2 = N$$

বিট সংখ্যা



টানা তারের সমীকরণ-

$$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

↓
তারের দৈর্ঘ্য

আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব
Ideal Gas & Kinetic Theory of Gases

আদর্শ গ্যাস (Ideal Gas): যেসকল গ্যাস একই তাপমাত্রায় ও দশে বয়েলের সূত্র ও চার্নের সূত্র দুটোয়ই মেনে চলে তাদেরকে আদর্শ গ্যাস বলে।

বয়েলের সূত্র (Boyle's Law): স্থির তাপমাত্রায় কোন গ্যাসের আয়তন চাপের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়।

$$V \propto \frac{1}{P}$$

$$\Rightarrow V = K \cdot \frac{1}{P}$$

$$\Rightarrow PV = K$$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 = P_3 V_3 = \dots = P_n V_n = K$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{P_2}{P_3} = \dots = \frac{P_n}{P_n}$$

$$P = h \rho g$$

↑ নির্দিষ্ট গভীরতায়
চাপ

চার্লসের সূত্র (Charles Law):

"স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোন গ্যাসের আয়তন প্রতি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির বা হ্রাসের জন্য সূত্র ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার আয়তনের $\frac{1}{273}$ অংশ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।"

$$V_0 = V_0 \left(1 + \frac{\theta}{273}\right)$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \text{সুবি}$$

- 273.16°C হল পরমশূন্য তাপমাত্রা

গ্যাসের চাপী সূত্র (Law of Pressure):

"স্থির আয়তনে যেকোন গ্যাসের নির্দিষ্ট ভরের চাপ প্রতি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য 0°C তাপমাত্রায় চাপের $\frac{1}{273}$ অংশ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।"

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

সম্মত সূত্র: $\frac{P_1 V_1}{T_1 \rho_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2 \rho_2}$

আদর্শ গ্যাস সমীকরণ: $PV = nRT \rightarrow$ গড়ম গণনা
 $\hookrightarrow 8.316 \text{ JK}^{-1}$

$$PV = \frac{m}{M} RT$$

আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $(P + \frac{na}{V}) (V - nb) = nRT$

শূন্য গড় বর্গবেগ } $\rightarrow c_{rms} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}} = \sqrt{\frac{3PV}{M}} = \sqrt{\frac{3KT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$
 Root-mean square velocity

~~গড়~~ গড়বেগ $\rightarrow \bar{c} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$

$\frac{c_1}{c_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}}$ | এক মোল গ্যাসের আয়তন V ,
 মোট গতিশক্তি: $E_k = \frac{3}{2} RT$

$PV = \frac{1}{3} m N \bar{c}^2 = \frac{2}{3} E_k$ [$N =$ গ্যাসের মোট অণুর সংখ্যা
 $E_k =$ গ্যাসের মোট গতিশক্তি]

$P = \frac{1}{3} \rho \bar{c}^2$ \rightarrow বেগ
 ঘনত্ব

n মোল গ্যাসের মোট গতিশক্তি, $E_k = \frac{3}{2} nRT$

বোল্টজম্যান ধ্রুবক, $k = \frac{R}{N_A} \rightarrow$ আদর্শ গ্যাসের ধ্রুবক
 \hookrightarrow অ্যাভোগাড্রোর ধ্রুবক

গড় মুক্ত পথ (Mean free path): পর পর দুটি গ্যাসের মণ্ডি যে কোন অনু
 যে গড় দূরত্ব অতিক্রম করে তাতে গড় মুক্ত পথ বলে।

$$\text{কমিগামের গড় মুক্ত পথ, } \lambda = \frac{1}{n \pi \sigma^2}$$

\downarrow অনু
 সংখ্যা

\rightarrow অনু ব্যাসার্ধ

$$\text{ম্যাক্সওয়েলের গড় মুক্ত পথ, } \lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi \sigma^2}$$

EDUCATION LIVE **BD**
 স্বপ্ন পূরণে পথদর্শক

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL
EDUCATION LIVE BD

সম্পূর্ণ বাষ্প (Saturated Vapour): কোনো স্থানে ঘনীভূত বাষ্প থাকার সম্ভব হলে তখন তাকে সম্পূর্ণ বাষ্প বলে।

অসম্পূর্ণ বাষ্প (Unsaturated Vapour): কোন স্থানে বাষ্প বিদ্যমান হলে অন্য বাষ্প থাকলে তাকে অসম্পূর্ণ বাষ্প বলে।

আর্দ্রতা (Humidity): কোনো স্থানের বায়ুতে কতটুকু জলীয় বাষ্প আছে অর্থাৎ বায়ু কতখানি শুষ্ক বা ভিষ্ক আর্দ্রতা দিয়ে তাই নির্দেশ করা হয়।

পরম আর্দ্রতা (Absolute Humidity): বায়ুতে প্রতি একক আয়তন উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভরকে এই স্থানের পরম আর্দ্রতা বলে।

মিথিলাঙ্ক (Dewpoint): যে তাপমাত্রায় কোন নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে এক সর্বোচ্চ সীমিত জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পূর্ণ হয়, সেই তাপমাত্রাকে মিথিলাঙ্ক বলে।

SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL

আপেক্ষিক আর্দ্রতা = $\frac{\text{বায়ুর তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর}}{\text{বায়ুর তাপমাত্রায় এই বায়ুকে সম্পূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পের ভর}}$

$$R = \frac{f}{F} \times 100\% = \frac{P_f}{P_F} \times 100\% = \frac{m_f}{m_F} \times 100\%$$

↓
আপেক্ষিক আর্দ্রতা

- এখানে, f = মিথিলাঙ্ক সম্পূর্ণ বাষ্পচাপ
 F = কক্ষ তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ বাষ্পচাপ
 P_f = বর্তমান তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব
 P_F = কক্ষ তাপমাত্রায় সম্পূর্ণ বাষ্প ঘনত্ব
 m_f = উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর
 m_F = সম্পূর্ণ জলীয় বাষ্পের ভর

শ্রেণীসংক্রান্ত সমীকরণ-

$$(O_1 - O) = G (O_1 - O_2)$$

O_1 = অক্ষ খাম্বাভিত্তিক দূরত্ব

O_2 = আনু খাম্বাভিত্তিক দূরত্ব

O = ভিত্তিক

G = শ্রেণীসংক্রান্ত বক্র।

EDUCATION LIVE

শ্রদ্ধা পূর্ণাঙ্গ দর্শনদর্শক



SUBSCRIBE OUR YOUTUBE CHANNEL
EDUCATION LIVE BD